** সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD. NO. C 1080

আঁধার ঘরের আলো
কিষাণ
সর্বোৎকৃষ্ট
ফোন-২২-৬৫৮০
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,কলিকাতা-১

আনন্দ বাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

বেনারসী সাড়ী
মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল
কলেজ স্ট্রীট জংসন
কলিকাতা

৫০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা
সোমবার, ৮ চৈত্র, ১৩৭৭ (১ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Monday, March 22, 1971
মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

বাংলা কংগ্রেস রাজি হলে অজয়বাবুই মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন

এপ্রিলের গোড়াতে কোয়ালিশন

স্টাফ রিপোরটার

এপ্রিল মাসের গোড়াতেই পশ্চিমবঙ্গে অমারকসবাদী কোয়ালিশন সরকার হচ্ছে। রবিবার রাত্রে দিল্লি থেকে ফিরেই দমদমে নব কংগ্রেস প্রধান শ্রীবিজয়সিং নাহার এবং বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—দুজনেই স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করেছেন।

প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারে মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন?—অজয়বাবু ও বিজয়বাবু কেউই এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দেননি। বলেছেন ঃ "সকলে মিলে আলোচনা করেই তা ঠিক করব।"

দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বাংলা কংগ্রেস রাজি হলে অজয়বাবুই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

আজ, সোমবার নব কংগ্রেসের পারলামেনটারি পারটি এবং বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অমারকসবাদী কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনটের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, ইউ এল ডি এফ-এর কোন্ কোন্ দল সোজা পথে নব কংগ্রেস প্রভাবিত সরকারকে সমর্থন করবে আর কোন্ কোন্ দল করবে না তাও এই জোটের আজকের বৈঠকে স্থির হবে।

অন্যদিকে রবিবার দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যদি বাংলা কংগ্রেস তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটায় তবে অজয়বাবুই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম—দুজনেই অজয়বাবুকে প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করেছেন। এবং অজয়বাবু রাজিও হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী অজয়বাবুকে একথাও বলেছেন যে, অজয়বাবুর মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এবং রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সমস্ত আর্থিক সাহায্য দেবেন বলেও প্রধানমন্ত্রী অজয়বাবুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্টাফ রিপোরটার আরও জানাচ্ছেন, অজয়বাবু, বিজয়বাবু এবং নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ রবিবার রাত্রে একই বিমানে দিল্লি থেকে কলকাতা আসেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অজয়বাবু বলেন, এই মুহূর্তে আমি বেশি কিছু বলতে পারব না। আমার দলের কালকে বৈঠক বসছে। সেই বৈঠক শেষেই সব বলব।

অজয়বাবু জানান প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভা মারচ মাসে হচ্ছে না হবে এপরিল মাসের গোড়াতেই।

ওই কথাগুলি বলেই দমদমে অজয়বাবু তাঁর মোটরে উঠে তরুণকান্তি ঘোষকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ কাল তুমি আমার সঙ্গে 'কনটাকট' কোরো।

শ্রীনাহার আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নটি পাকা হয়ে গিয়েছে। এটাও ঠিক হয়ে গিয়েছে যে মারচ মাসের পর আর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন থাকছে না। এখন মন্ত্রিসভার রূপরেখা ও বিধানসভার অধ্যক্ষ কে হবেন তা কোয়ালিশন সরকারে যে সব দল থাকবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক হবে।

বিজয়বাবু জানান, তাঁদের আশা প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভাকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করবে সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, গোরখা লীগ, বাংলা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, এস এস পি, আদি কংগ্রেস, পি এস পি এবং ঝাড়খণ্ড পারটি। সি পি আই একবারে গোড়াতেই মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না কিন্তু পরে তাদের যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

বিজয়বাবু জানান, সোমবার ও মঙ্গলবার সমস্ত ব্যাপারটা ঠিকঠাক করেই তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন তার আগে নয়।

দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা আরও জানান যে, রবিবার বিকালে কলকাতা রওনা হওয়ার আগে অজয়বাবু প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

ফরওয়ারড ব্লকও সমর্থন করবে

স্টাফ রিপোরটার

ফরোয়ারড ব্লকও বাইরে থেকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবে। তবে শর্ত সাপেক্ষে। রবিবার রাজ্য কমিটির সাত ঘণ্টা বৈঠক চলার পর ওই সিদ্ধান্ত হয়।

ফরোয়ারড ব্লকের শর্ত হল, যুক্ত ফ্রনটের আমলে জনসাধারণ যে সব সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল সেগুলি বহাল রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হলেও ফরোয়ারড ব্লকের আপত্তি নেই। তবে তাঁরা কোন অবস্থাতেই মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না।

আজ, সোমবার বিকালে ইউ এল ডি এফের বৈঠক বসছে। ওই বৈঠকেও ফরোয়ারড ব্লক প্রস্তাব দেবেন যাতে তাঁদের কোন শরিকই মন্ত্রিসভায় না যোগ দেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

কৃষ্ণনগরে কারফু, দু জায়গায় দুজন খুন

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার সকালে কৃষ্ণনগরে সি পি এম অফিস আক্রান্ত হওয়ার পর ওই শহরে বিশ ঘণ্টার জন্য কারফু জারী করা হয়। এছাড়া এদিন বিষ্ণুপুরে একজন চৌকিদার এবং কসবায় একজন বৃদ্ধ খুন হন। কৃষ্ণনগরে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে।

কৃষ্ণনগরে এদিন বেলা দশটা নাগাদ একদল লোক সি পি এম অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। অফিসের আসবাবপত্র, ফাইল কাগজ সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ইউ এন আই এই খবর দিয়ে আরও জানিয়েছেন, পরে দমকল এসে আগুন নেভায়। পুলিশের সন্দেহ এই হামলার সঙ্গে উগ্রপন্থী বলে বর্ণিত একদল লোক জড়িত। এরপর শহরে সোমবার সকাল ছটা পর্যন্ত কারফু জারী করা হয়। মধ্যে বিকালে চারটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত দু ঘণ্টার জন্য কারফু শিথিল করা হয়েছিল।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রবিবার রাত্রে দিল্লি থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পরে দমদম বিমানঘাটিতে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি। তাঁর সঙ্গে পশ্চিম বাংলা নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। —নিজস্ব-চিত্র

বিদ্রোহী 'বাংলা দেশ', সংগ্রামী যুবচিত্ত। শনিবার ঢাকার রাজপথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভের ছবি॥

[আনন্দবাজারের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত]

আজকের 'বাংলা দেশ'—জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শহরে, শহরতলীতে, গ্রামে, গঞ্জে, সর্বত্র। সে বিদ্রোহের বাণী প্রতিদিনের সংবাদপত্রেও।

[আনন্দবাজারের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত]

মহীশূরেও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—মহীশূর রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছুদিন পরে এই রাজ্যে আইনসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হতে পারে। রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠনে মহীশূর রাজ্য নব কংগ্রেসের প্রচণ্ড বিরোধিতায় এখানে কংগ্রেস মহলে ঐ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

মহীশূরে বিকল্প সরকার গঠন করা হবে কিনা, নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরড আগামীকাল সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত আগামীকাল বোরডের সভায় রাজ্যের পরিস্থিতির কথা জানাবেন।

বিকল্প সরকার গঠনের আশা কম

বাঙ্গালোর, ২১ মারচ—আজকের পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, নব কংগ্রেস আইনসভা দল কর্তৃক মহীশূরে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা কম। সরকার গঠন সম্পর্কে দলের সাংগঠনিক ও আইনসভার নেতারা একমত হতে না পারাতেই এই সংকট।

তবে দলের নেতারা হাই কমানডের নির্দেশের প্রতীক্ষায় আছেন। আগামী কাল সন্ধ্যা নাগাদ তা এসে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

ওঁদের মত বিভেদের কথা প্রকাশ পায় মহীশূর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আহবায়ক শ্রীদেবরাজ উরসের সাংবাদিক সম্মেলনের এক উক্তি থেকে। তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, সংগঠন রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

অপর দিকে নব কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা শ্রী এইচ সিদ্ধবীরাপ্পা মনে করেন, ভাল গরিষ্ঠতা থাকায় দলের উচিত মন্ত্রিসভা গঠনে রাজ্যপালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

গানের সুরে 'বাংলার মুখ.........'

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর...। জীবনানন্দের রূপসী বাংলার এই কবিতাটি আজ পূর্ববঙ্গের সর্বত্র উচ্চারিত। ওখানকার গায়করা জীবনানন্দের আরও কয়েকটি কবিতার সঙ্গে এটিকেও গানে রূপ দিয়েছেন। এই তো দুদিন আগে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে এই গানটি ওখানকার অধিবাসীদের মনে নতুন করে উদ্দীপনা জাগিয়েছে। রবিবার সকালে ঢাকার বেতারকেন্দ্র বিশেষ সংবাদ বিচিত্রায় আবার শোনায়—বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি...। —ইউ এন আই

ভারতের ২ উইকেটে ২১৫

তৃতীয় টেসটের তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ভারত ২ উইকেটে ২১৫ রান করলে বৃষ্টি পড়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় গাভাসকার ১০৩ রান ও বিশ্বনাথ ৩৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।

ওড়িশায় সরকার গঠনে ডঃ মহতাবের উদ্যোগ

ভুবনেশ্বর অফিস

২১ মারচ—বিধানসভা দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার ঠিক পরেই ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারির সঙ্গে দেখা করে বলেন, তিনি রাজ্যে একটি স্থায়ী সরকার গঠনে প্রস্তুত। আজ রাজ্যপাল ডঃ মহতাবকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান, তাঁর পক্ষে সরকার গঠনের সম্ভাবনা আছে কিনা। ডঃ মহতাবই একথা সাংবাদিকদের জানান।

ডঃ মহতাব রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর বিমানবন্দরে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথীর সঙ্গে এবং এ আই সি সি পর্যবেক্ষক শ্রীদবরারা সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন।

এর আধ ঘণ্টা পরে ডঃ মহতাব আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন উৎকল কংগ্রেস নেতা শ্রীনীলমনি রাউতরায়ের কাছে। এই চিঠিতে রাজ্যে একটি স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য ডঃ মহতাব উৎকল কংগ্রেসের সহযোগিতা চেয়েছেন। উৎকল কংগ্রেসের সহযোগিতা চেয়ে একটি প্রস্তাব নব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটিতে আগেই গৃহীত হয়েছে।

এদিকে স্বতন্ত্র দলের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা চেয়ে উৎকল কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উৎকল কংগ্রেস কোন দিকে যাবে? আজ সন্ধ্যার মধ্যেই হয়ত একটা সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পারবেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

ঢাকায় ভুট্টো, প্রচণ্ড বিক্ষোভ

রবিবারও ইয়া-মুজিব আলোচনা

আওয়ামি লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রবিবার সকালে ঢাকায় প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আবার এক বৈঠকে বসেন। তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলে ৭০ মিনিট। এই বৈঠকের কোন কথা অবশ্য আগে ছিল না।

পাকিস্তান পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো প্রেঃ ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে ঢাকায় এসে রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠকে কী কথাবার্তা হয়েছে, ঢাকা বেতার কেন্দ্র কিন্তু তার পুরা ফিরিস্তি দেয়নি।

শ্রীভুট্টোর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দারুণ বিক্ষোভ। তাই তাঁর নিরাপত্তার জন্য কড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীভুট্টো তাঁর ১৫ জন উপদেষ্টাকে নিয়ে বিমান থেকে নামামাত্র নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে ঘিরে নিয়ে হোটেলে পেীছিয়ে দেয়।

পূর্ব বাংলার কয়েক শ' যুবক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভুট্টো-বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকেন। শ্রীভুট্টো তাঁর সাকরেদদের নিয়ে যখন হোটেলে যাচ্ছিলেন, সে সময় জনতা তাঁদের উদ্দেশে টিটকারি দেন।

গত রাত্রে শ' পাঁচেক তরুণ তরোয়াল ও ছোরা ঘুরতে ঘুরতে রাস্তা দিয়ে যান। তাঁরা শাসান, 'ব্রেকফাসটের জন্য ভুট্টোকে চাই।'

এখানে ভুট্টোকে মনে করা হয়, পাকিস্তানের পানজাবী প্রভুত্বের প্রতীক ও মুখপাত্র।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর ভুট্টো বলেন ঃ "সব কুছ ঠিক হো যায় গা।"

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীভুট্টো রবিবার সন্ধ্যায় বিমানে করাচি থেকে ঢাকা পেীছিয়েছেন। ঢাকায় যাত্রার আগে শ্রীভুট্টো করাচি বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ব পাকিস্তান রাজধানীতে তিনি সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রবিবার ঢাকায় বলেন যে, 'বাংলা দেশ'-এর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলবে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

পূর্ব পাকিস্তানে চাল রফতানি নিষেধ

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—পাকিস্তান সরকার এখন পশ্চিম থেকে পূর্বে মোটা চাল চলাচল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই খবর দিয়েছেন পাকিস্তানের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

লভ্য সকল উদ্বৃত্ত মজুত শস্য সংগ্রহেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। —ইউ এন আই

এয়ারলাইনস-এর লক-আউট তুলে নেওয়া হতে পারে

নয়াদিললি, ২১ মারচ—ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর লক-আউট তুলে নেওয়া হতে পারে। আগামীকাল এ সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজের জন্য মৃত্যুদণ্ড

কলমবো, ২১ মারচ—সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের পর সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক আজ নির্দেশ দিয়েছেন যে, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, বেআইনী প্রবেশ এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধন করা হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। —এ পি

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৬.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	xxxx

ঋণ-লগ্নী

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচুর লাভদায়ক ব্যবসায়ে অন্ততঃ ৭ হাজার টাকা খাটাইতে সক্ষম একজন সৎ ও ধর্মভীরু অংশীদার আবশ্যক। সত্বর পত্র লিখুন। বক্স নং ৩৯৩৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪১২)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন একজামিনেশন পেপারস উইথ অ্যানসারস—প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা দাম ৬. টাকা। ডাকব্যয় ফ্রি। ট্রেড ডিসকাউন্ট ৩৩⅓%। স্বস্তিক বুক ডিপো, রাজামন্দ্রী-১। (৩৮০০)

ব্যক্তিগত

দুলারী, আজ তোমার জন্মদিন। দূর হতে জানাই শুভেচ্ছা। আমায় ভুলোনা। উত্তর দিও। —শ্যাম। (সি ১৪৮)

স্কুল কলেজ ...

হাওড়া—তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবনে উপস্থিত পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাভবন পুনরায় ২৩-৩-৭১ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। (সি ২৫৬)

রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম

আগামী ২৩শে মার্চ হইতে ১ম ও তৃতীয় বর্ষ কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের নিয়মিত ক্লাস পুনরায় শুরু হইবে। ঐ ...

নোটিস

নোটিশ

দেঃ আঃ অঃ ১ রুঃ ৮
দেঃ মোঃ নং ৪৭।৬৮, ৯ম সাব-জজ, আদালত
শ্রীশ্রীমঠেশ্বর জীউ শিবঠাকুর ....বাদী
বঃ
কাশীনাথ মল্লিক দিং ....বিবাদী

উক্ত নম্বর মোকদ্দমায় শ্রীশ্রীমঠেশ্বর জীউ শিবঠাকুর পক্ষে ব্রজমোহন মণ্ডল দিং উপরোক্ত আদালতে এণ্টালী থানার অন্তর্গত ১ নং মঠেশ্বর তলা রোডস্থ মন্দির ও তলস্থ জমি উক্ত ঠাকুরের নিজস্ব সম্পত্তি থাকা এবং উহাতে সর্বসাধারণের পূজা করিবার অধিকার থাকা ঘোষণা এবং বিবাদিগণ যাহাতে কোন প্রকার উক্ত কার্যাদি সংক্রান্ত কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

উক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আগামী ২৬-৩-৭১ ইং তারিখে ১০-৩০টার মধ্যে পক্ষভুক্ত হইয়া কারণ দর্শাইতে পারেন।

অদ্য সন ১৯৭১ সালের ১০।২ তারিখে আদালতের স্বাক্ষর ও মোহর মতে দেওয়া হইল।

আদালতের আদেশানুক্রমে
শ্রীপুলিনবিহারী চৌধুরী
সেরেস্তাদার
আলিপুর ৯ম সাব-জজ আদালত
কলিকাতা-২৭
(সি ২৫৯)

টেণ্ডার

যন্ত্রবর্তীর ফিটিং ফিক্সচার সহ বহু ব্যবহৃত ট্রাক, ট্রাকটর, ট্রেলার, ট্যানকার এবং যাবতীয় স্ক্র্যাপ আয়রণ ইত্যাদির জন্য ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। বিক্রেয় গাড়ীর সংখ্যা ও তালিকা যে-কোনও দিনে আফিস সময়ের মধ্যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের আফিসে পাওয়া যাইবে এবং গাড়ীগুলি উক্তস্থানেই দেখা যাইবে। প্রতি গাড়ীর জন্য নম্বর উল্লেখে পৃথকভাবে দর জানাইতে হইবে। সিকিউরিটি হিসাবে ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) নগদে জমা দেওয়ার রসিদসহ টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে বেলা ৩টার মধ্যে অবশ্যই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট জমা দিতে হইবে।

সীলকরা টেণ্ডারের খামের উপর "মোটর ভেইকলস" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। প্রচলিত নিয়মানুসারে টেণ্ডার বিবেচিত হইবে।

সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে গাড়ীগুলি লইয়া যাইবার পূর্বে পুরোটাকা জমা দিতে হইবে।

স্বাঃ জি সি ভট্টাচার্য
এক্সিকিউটিভ অফিসার
হাওড়া পৌরসভা
টাউন হল, হাওড়া
তাং ৯ই মার্চ, ১৯৭১
(৩৩৪৪/২)

দি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল লিমিটেড
টেণ্ডার নোটিশ

কলিকাতা ১, ২ ও ৩ ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীটস্থ গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের ...

উত্তরপাড়ায় শোক

চন্দননগর, ২১ মারচ—স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং উত্তরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখার্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শনিবার উত্তরপাড়া এলাকার বাজার-হাট বন্ধ ছিল। শ্রীমুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করেন। তাঁর ৬২ বছর বয়স হয়েছিল এবং তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গিয়েছেন।

টেণ্ডার

পি অ্যাণ্ড টি ডিপার্টমেণ্ট

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি অ্যাণ্ড টি সিভিল ডিভিসন, পাটনা, নিম্নোক্তগুলির জন্য টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২৬-৩-৭১ বেলা ৩টা পর্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন :

(১) পাকুড়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং নির্মাণ। অনুমিত ব্যয় ৬৯,৯৩৯. টাকা।

(২) পাটনায় পি অ্যাণ্ড টি কলোনি নির্মাণ, দ্বিতীয় পর্যায়, সাঃ হেঃ —ওভারহেড স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।

২৪-৩-৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

ডি এ ভি পি—৭১০(৮৫৩)/৭০
(৩৬৯৭)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

টেণ্ডার নোটিস নং পি-১৮/৭১

শ্যাকল্, রীল ও গ্যাং ইনসুলেটরের জন্য কলিকাতা-১ অধীন ১, কিরণশঙ্কর রায় রোডস্থিত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (৮ম তল)-স্থিত নিম্নবর্ণিত কর্তৃক আমাদের টেণ্ডার নোটিস নং ...

বেতারবার্তা

সোমবার—২২ মারচ

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ রমেন মুখোঃ—বাঁশী; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুরন্ধ সংগীত : ডি এল কারা—সরোদ, হীরাবাঈ বরোদেকর—খেয়াল; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ বাসন্তী সেনগুপ্ত—রাগপ্রধান ও ভজন; ৭-৩০ বাং সং; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ পুরো দাম—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সুবোধ রায়—লোকগীতি; ৮-১৫ কৃষ্ণা গুপ্ত—আধুনিক; ৮-৩০ অপর্ণা চক্রঃ—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত (রেঃ); ৯-১৫ নজরুলগীতি (রেঃ); ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ অঞ্জনা চট্টোঃ—অতুলপ্রসাদের গান; ১০টা ধীরেন্দ্র মিত্র—খেয়াল; ১০-৩০ দীপ্তি চন্দ—সেতার; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত (রেঃ); ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা হীরাবাঈ বরোদেকর — খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত : কাজল বন্দ্যোঃ, বিনোদ চট্টোঃ ও অজিত কাউর; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী), মায়া বক্সী—লোকগীতি (শরটওয়েভে); ২-৪৫ দুর্গাদাস বন্দ্যোঃ —রবীন্দ্রসংগীত (শরটওয়েভে); ২-৫০ রমেন মুখোঃ—বাঁশী; ৩টা অনুরোধের আসর (রেঃ); ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ —৫টা সময় সংকেত, মহম্মদ সাগিরুদ্দীন খাঁ—সারেঙ্গী; ৫-৩০ সুপ্রকাশ বর্মণ—গীত ও ভজন; ৫-৪৫ মিনি ঘোষ—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ মায়া বক্সী—লোকগীতি; ৬-৪০ মহাভারত থেকে পাঠ : কর্ণের মৃত্যু; ৬-৫০ আরতি চক্রঃ—পদাবলী কীর্তন; ...

কেনাকাটা

ঘামের জন্য সাবান

শেষ রাত্রে কাঁথা-কাপড় নিয়ে টানাটানি করলে হবে কী, দুপুরে গরম বাড়ছে। গরম আরও বাড়বে এবং আমরা ঘামে জবজবে হবো। ঘামের গন্ধ তাড়াবার জন্য তখন চাই ভাল একখানা সাবান। সাবানের প্রিমিয়াম কিন্তু বেড়ে গেছে। মোটামুটি ভাল সাবান ৩খানার পাইকারি দর ৩·০৬ টাকা। নামী কোমপানির ১ নম্বর ৩·৭৫ টাকা। কাপড় কাচা সাবান, বাজার চলতি কেক একখানা ৬৮ পয়সা, নমবরি বার একখণ্ড ১·০৫ টাকা। নারকেল তেল ৪৫০ গ্রামের হলুদ টিন ৫·১০ টাকা, সবুজের দর ৫·৩০ টাকা। তিল্ল তেল এক বোতল ৩·৩৭ টাকা। শ্যামপু ছোট একটা ১·৫০ টাকা। দাড়ি কামাবার চলনসই ব্লেড ৫ খানার প্যাকেট ৬৫ পয়সা, স্টেনলেস ৫ খানা ১·৪০ টাকা। মাঝারি টুথপেস্ট একটা ১·৫০ টাকা, বড় ২·৭৫ টাকা। খুব বড় ৩·৭৫ টাকা। পাউডার এক ফাইল ৩·৫০ টাকা। স্নো এক শিশি ২·৭৫ টাকা। সেণ্ট একটা ৪·৫০ টাকা। নেলপালিস ৭৫ পয়সা।

মনের মধ্যে যদি সেণ্ট সাবানে ছিমছাম একটি ছবি ফুটে উঠে থাকে তাহলে মাছের বাজারে আপনি হয় তো আগে যাবেন টাটকা মৌরলার কাছে। চেহারা এখন তারও ফিটফাট। দর এক কেজি ৩·৫০ টাকা। টাটকা পুঁটি ৩ টাকা। জ্যান্ত ট্যাংরা ৩·৫০ টাকা, বরফের বড় ৬ টাকা, বাচ্চা পোনা মৃগেল ৪·৫০ টাকা, লেদস ৪ টাকা, কলুই ৩·৫০ টাকা। বাটা ৬ টাকা, টাটকা ভাঙর ৬·৫০ টাকা, গুরজালি ৬ টাকা, বাচ্চা শোল ৪ টাকা, মাগুর ৬·৫০ টাকা, কই-এর চেহারা পছন্দ হবে না। বাঁচা ৬ টাকা, তপসে ৭ টাকা, মাঝারি ভেটকি গোটা ৬ টাকা, গলদা চিংড়ি ৮ টাকা। পোনার একটু টানাটানি থাকলেও, টাটকা কাতলা কাটা ৮ টাকায় পচ্ছেন, কাটা আড় ৬ টাকা, বোয়াল ৫ টাকা। ৫ টাকা কেজিতে ভাল চেহারার ইলিশও তো পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে স্বীকার করুন মাছের খবর একটু ভাল। মাছ ভাল, ডিমও ভাল। দিশি বড় এক জোড়া ৫০ পয়সা।

মাছকে যদি ভাল বলি তাহলে সবজিকে বলব বেশ ভাল। রাতে শীত দিনে গরম, সুতরাং বাজারে দুদলকেই হাজির পাচ্ছেন। বাঁধাকপি এখন এক কেজি ১৫ পয়সায় রাজি, টমেটো এক নমবর ২০ পয়সা, সীম ৬০ পয়সা, বেগুন ৫০ পয়সা, কাঁচা কুমড়ো ৪০ পয়সা, মিষ্টি কুমড়ো ৬০ পয়সা, মিষ্টি আলু ৪০ পয়সা, লাউ ৩০ পয়সা, কাঁচকলা বড় জোড়া ১৮ পয়সা, পেঁপে ৭০ পয়সা, ডুমুর এক ভাগ ৮ পয়সা, সজনে ডাঁটা ৫ গাছা ১০ পয়সা, ইঁচোড় এক কেজি এক টাকা, পটল ৪·৫০ টাকার নিচে রাজি হচ্ছে না। লাউ-কুমড়োর ডগা বড় এক আটি ১৫ পয়সা, নটের কেজি ৪০ পয়সা, লালশাক ৪০ পয়সা।

দরে সুবিধা পাচ্ছেন, কিন্তু রুচিতে পাচ্ছেন কি? রুচির ব্যবস্থা করে দেবে বলে এদিকে দেখুন আঙুর কোমর বেঁধেছে। টসটসে টাটকা আঙুর এক কেজি মাত্র ৪ টাকা। জায়গামত গেলে ৩·৫০ টাকায় পেয়ে যেতে পারেন। বেদানা ৫ টাকা, আপেল ৭ টাকা, নাগপুরি মিষ্টি লেবু এখনও টাকায় ৪টা পাচ্ছেন। সরবতি বড় ৩টা। মাঝারি মর্তমানের জোড়া ২৫ পয়সা, চাঁপা এক ডজন ৭৫ পয়সা, সবেদা বড় জোড়া ২৫ পয়সা। ১৬ পয়সায় এক জোড়া তকতকে কাঁচ শশাইতো পেয়ে যাচ্ছেন। বাজার সরকার বলবে অল্প নুন মাখিয়ে কাঁচ শশা খেয়ে দেখুন। দেখবেন তার মধ্যেও একটা মজা আছে।

—বাজার সরকার

দিনপঞ্জিকা

আজ দশমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ৮ চৈত্র, ১৩৭৭ (১ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২২ মারচ, ১৯৭১, ২৪ মহরম। দশমী অপরাহ্ণ ঘঃ ৫টা পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৮।৫১ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪৩।১৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৪।২৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। ভারতীয় ১৮৯৩ শকারম্ভ। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনে গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ৮ চৈত্র, ১৩৭৭ (১ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২২ মারচ, ১৯৭১, ২৪ মহরম। দশমী দিবা ঘঃ ১২।২।৪৩ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘঃ ... ঘঃ ৫।৪৩।৫৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ...

নাস্তি নক্ষত্রাদিদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। ভারতীয় ১৮৯৩ শকারম্ভ। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনে গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
সোমবার—	৬-৩৯	৬-৫৭	১১-৫	১১-০

ইয়ংমেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সেবাকাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতার ইয়ংমেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বয়স মাত্র চার বছর। সদস্য সংখ্যাও কম। ক্ষমতা সীমিত। অর্থাভাব অবশ্যই বড় সমস্যা। তবু সবকিছু উপেক্ষা করে এই সংস্থাটি বিভিন্ন অনুন্নত এলাকায়, বস্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন। এ কাজের তালিকায় রয়েছে বস্তি উন্নয়ন, ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা, তাদের জন্য খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা, এমন কি সাধ্যমত তাদের চাকরির ব্যবস্থা করাও। সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসৌরভ মুখারজির মতে তাঁদের উদ্দেশ্য এরা সবদিক থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক।

শ্রীমুখারজি, ছাড়াও সংস্থার সভাপতি শ্রীমতী শ্রুতকীর্তি চক্রবর্তী ও সম্পাদক শ্রীঅঞ্জন মুখারজি এবং ...

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা

[বৃহস্পতিবার ৮ই চৈত্র ১৩৪০ ইং ২২-৩-৩৪]

রাজসাহী ষড়যন্ত্র মামলা

শুনানী আরম্ভ

রাজসাহী, ২০শে মার্চ—গতকল্য মহকুমা হাকিমের আদালতে রাজসাহী ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। মহকুমা হাকিম আটজন আসামীর মধ্যে অতুল চক্রবর্তী ওরফে ফণী, সুধীর চক্রবর্তী, মৃণাল মৈত্র এবং মৃণালকান্তি বসুকে উক্ত মামলা হইতে নিষ্কৃতি দেন। কিন্তু অতুলকে মুক্তির পর বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। অপর আসামীদের বিরুদ্ধে শুনানী আগামীকল্য আরম্ভ হইবে।

—ইউনাইটেড প্রেস

উৎকোচের দায়ে ম্যাজিস্ট্রেট

কমিশন দ্বারা তদন্ত

ময়মনসিংহ, ২০শে মার্চ—গতকল্য মিঃ এফ, এ, স্যাক্সী ও ঢাকার জেলা জজ মিঃ এ, এন, সেন দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশন ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত) মিঃ এস, সি, ঘটকের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। সিভিল সার্জ্জনের বাংলোয় তদন্ত হইতেছে।

মিঃ ঘটকের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে যে, তিনি সরকারী কার্য্য করিবার সময় তাঁহাকে উৎকোচ প্রদান করা হইয়াছে।...

আরও দুইটি রিভলভার

কয়েক ব্যক্তি গ্রেপ্তার, আলমবাজারে অস্ত্রপ্রাপ্তির জের

সম্প্রতি পুলিশ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত আলমবাজারে এক বাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্র ও টোটা পাইয়া দুইজন বাঙ্গালী যুবক ও একটি স্ত্রীলোককে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। ঐ সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিশ আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিয়া আরও দুইটি রিভলভার এবং কয়েকটি টোটা পাইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যুতিক টিউবওয়েল পাম্পের ব্যয় হ্রাস

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

কলিকাতা ও হাওড়ায় সিটি বুকিং অফিসসমূহ হইতে ৩য় শ্রেণীর ৩-টিয়ার ও ২-টিয়ার স্লীপার কোচের বার্থ ও সীট রিজার্ভেশন

ভ্রমণের জন্য রিজার্ভেশন করা ও টিকিট ক্রয়ের নিমিত্ত ইচ্ছুক যাত্রিগণের শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার অসুবিধা ভোগ করা হইতে যাহাতে রক্ষা করা যায় সেজন্য, ভ্রমণার্থী জনসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার প্রত্যেকটি সিটি বুকিং অফিসে নিম্নবর্ণিত মত যাত্রীদের অগ্রিম রিজার্ভেশনের জন্য স্লীপার, বার্থ ও সীটের সংখ্যার কোটার বরাদ্দ করা হইয়াছে :

সিটি বুকিং অফিসের নাম	বরাদ্দীকৃত বার্থ ও সীটের মোট সংখ্যা: ৩-টিয়ার ও ২-টিয়ার বার্থ	সীট	এ সি চেয়ার কার সীট
১) কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট	১২৪	৭৪	৫
২) খিদিরপুর	৮২	৬৪	৫
৩) সালকিয়া	৬৯	৫১	৪
৪) বড়বাজার	২০২	১০০	১০
৫) রসা রোড	২২০	৯১	১২
৬) চৌরঙ্গী	১৪৭	৭৮	১২
৭) ফেয়ার্লি প্লেস	২১১	৯৯	২০
৮) পার্ক স্ট্রীট	১১৫	৭০	১০
৯) কাশীপুর রোড	১২১	৭০	৪
১০) ঘোলসাপুর	৯৬	৬১	৫

অগ্রিম রিজার্ভেশন নিয়ন্ত্রক স্বাভাবিক বিধানগুলি সিটি বুকিং অফিসগুলিতে প্রযোজ্য হইবে। স্ব স্ব সিটি বুকিং অফিস এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের সুপারভাইজরদের নিকট আরো বিবরণ জানা যাইবে।

স্থানাভাবের জন্য যখন অ্যাকোমোডেশন দেওয়া সম্ভব হইবে না, তখন যাত্রিগণকে তৎক্ষণাৎ 'রিগ্রেট স্লিপ' দাবি করার জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, উহার দ্বারা তাঁহাদের নাম প্রতীক্ষিতদের তালিকায় সংযোজিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিবে। বাতিল করার দরুন যখন অ্যাকোমোডেশন পাওয়া সম্ভব হইবে, সেই সময় প্রতীক্ষিতদের তালিকার পরবর্তী ব্যক্তিকে উহা দেওয়া হইবে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
জি ১০/৬/পি আর ও/কমাঃ—৭১ (৩৯১১)

... টেণ্ডার ঐদিন বিকাল ৪টায় খোলা হইবে। টেণ্ডারের সঙ্গে বায়নার টাকা হিসাবে ৫০০. টাকার ট্রেজারি চালান অবশ্য থাকা চাই। বিস্তারিত শর্তাবলী উক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে।
১০৫০(২)আইপিআর/এ/৭১ (৩৯০৮)

স্বাঃ শ্রীপিনাকী গাঙ্গুলী
চীফ ইঞ্জিনীয়ার
হাওড়া পৌরসভা
টাউন হল
হাওড়া
তাং ৯ই মার্চ, ১৯৭১
(৩৩৪৪/১)

... ১৯৬০ সালের কোম্পানি আইনের ৪১২(২) ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি

উপরোক্ত কোম্পানির সদস্যবর্গকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১লা এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে ৫ বৎসর কালের জন্য, মুনাফা না হইলে বা মুনাফা অপ্রতুল হইলে মাসিক ১,০০০. টাকা ন্যূনতম পারিশ্রমিক সাপেক্ষে কোম্পানির নীট লাভের উপর ৫% হারে কমিশনে ও মাসিক ২০০. টাকা রাহাভাতায় তৎসহ মাসিক ৩০০. টাকা ভাড়া হইতে পারে বিনা ভাড়ায় এমন একটি আসবাবহীন ফ্ল্যাটে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে শ্রী পি এন জৈদ্‌কার পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে অনুমোদন লাভের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করা হইবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
স্বাঃ পি এন জৈদ্‌কা
(সি-৩০৯)

বাড়ি-ঘর ফ্লাট ভাড়া

চল্লিশ (৪০) জন ছাত্রের বাসস্থানের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে আপাততঃ এক বৎসরের নিমিত্ত একটি বাড়ি চাই। মধ্য, উত্তর বা দক্ষিণ কলিকাতা বাঞ্ছনীয়। বাড়ির বিস্তারিত বিবরণী এবং মাসিক প্রত্যাশিত ভাড়া উল্লেখে লিখুন :—এস্টেট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ অঃ ও জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। (৩৭১৮)

মোটর কার-লরী

একটি টেম্পো ভ্যান নূতন টায়ার টিউব সহ চালু অবস্থায় বিক্রয়। লর্ডস বেকারী, টালিগঞ্জ, ফোঃ নং ৪৬-৩৮৭৬ (সি ২৬৬)

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মদিবস — ৫৷৷টায় ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটস্থ র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট হলে সভা। সভাপতি—অধ্যাপক বি এন দাশগুপ্ত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোল পারক—৬৷৷টায় বিবেকানন্দ হলে শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসুর বাংলা বক্তৃতা। বিষয়—সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভারতের সমকালীন বুদ্ধিজীবীগণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। পূর্ব রেলওয়ে মহিলা সংগঠন—৬টায় রবীন্দ্র সদনে নৃত্যানুষ্ঠান। প্রধান অতিথি—রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান।

গরম বেশ বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার সারাদিনই বেশ গরম-ঘর্ম অবস্থা গিয়েছে। দুপুরের হাওয়া ছিল বেশ গরম। বোঝা যাচ্ছিল, গরম পড়েছে। আজ সোমবারও আবহাওয়ার তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তবে সন্ধ্যার দিকে আকাশ মেঘলা হতে পারে, ঝড়ো বাতাসেরও সম্ভাবনা আছে।

রবিবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপ ছিল যথাক্রমে ৩৬·৪ সেঃ বা ৯৭·৫২ ফাঃ (স্বাভাবিক অপেক্ষা ১ সেঃ বেশি) ও ২২·৫ সেঃ বা ৭২·৫২ ফাঃ (স্বাভাবিক)। বায়ুর আদ্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল শতকরা ৯৫ ভাগ এবং সবচেয়ে কম ২৫ ভাগ। বৃষ্টি হয়নি।

জেলা সমীক্ষা

মালদহে লাভ বেশী সিপিএমের

মালদহ জেলায় এবার নব কংগ্রেস মোট দশটি আসনের মধ্যে নয়টিতে প্রার্থী দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে জয়ী হয়েছেন পাঁচজন প্রার্থী। আদি কংগ্রেসের আটজন প্রার্থীই পরাজিত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় কংগ্রেসের যেমন একাধিপত্য, মালদহে কোনদিনই তেমন হয়নি।

প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে মালদহের মোট নয়টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের দখলে ছিল যথাক্রমে ছয়, ছয় ও পাঁচ। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন থেকে আসন সংখ্যা হল দশ। সেবার কংগ্রেস পেয়েছেন ছয়টি আসন, অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তা কমে দাঁড়ায় পাঁচে, এবারেও ঐ সংখ্যাটি বজায় রইল। শুধু তাই নয়—কংগ্রেস এবার মালদহের লোকসভার আসনটিও হারিয়েছেন—সেখানে জয়ী হয়েছেন সি পি এম প্রার্থী শ্রীদিনেশ জোয়ারদার।

সেদিক দিয়ে লাভবান হয়েছেন সি পি এম দল। লোকসভার আসন ছাড়াও সাতজন প্রার্থী দিয়ে বিধানসভার দুটি আসন তাঁরা অধিকার করেছেন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা দুটি আসন পেয়েছিলেন কিন্তু অন্তবর্তী নির্বাচনে বিফল হন। এবারে দুটি আসন তো অধিকার করেছেনই, উপরন্তু তাঁদের সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের শরিক ওয়ারকারস পারটির এক প্রার্থী এবং সমর্থিত নির্দল এক প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ওয়ারকারস পারটি অবশ্য ১৯৬৭-৬৯-৭১ তিন নির্বাচনেই একটি আসন দখলে রেখেছেন।

মালদহে সি পি আই প্রভাব। এবারে ছয়জন প্রার্থী দিয়ে তাঁরা পেয়েছেন মাত্র একটি আসন। প্রথম ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে যথাক্রমে একটি ও দুটি আসন পেলেও দ্বিতীয় আর চতুর্থ নির্বাচনে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্ত ফ্রনটের শরিক হিসেবে দুটি আসন আবার তাঁদের অধিকারে আসে, এবার তা কমে আবার একটিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলা কংগ্রেস ছয়জন, মুসলীম লীগ তিনজন, আর এস পি ফরওয়ারড ব্লক জনসংঘ প্রত্যেকে একজন করে প্রার্থী দিলেও নির্বাচন-দেবতার দক্ষিণমুখের প্রসন্ন হাসি তাঁদের উপরে এবারে পড়েনি।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

২১-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকেট নং B-073538 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং C-215887 D-188040 E-295173 A-241982

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকেটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার।

বিশেষ সাপ্তাহিক পুরস্কার ৫০০০, টাকা টিকিট নং E-374754

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

অটোমেটিক ৫০ গুলী

জার্মান মডেল রিভলভার

লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই। এই অটোমেটিক ৫০ গুলী লাইসেন্সবিহীন পিস্তল আপনার রক্ষাকর্তা হইবে। আপনি চোর এবং বন্য জন্তুর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহা পিকনিক, ভ্রমণ, নাটক ইত্যাদির পক্ষেও উপযোগী। অটোমেটিক, জোর শব্দ এবং চোখ-ঝলসানো আগুন। মূল্য ২৫ টাকা। ভি. পি. পি. চার্জ টাঃ ৩/৫০। ১০০টি গুলী ফ্রি। আরও ১০০টির জন্য অতিরিক্ত ৩ টাকা। চামড়ার খাপ ৫, টাকা।

JAPAN AGENCIES (ABC-25)
SULEKHA BLDG. PHAPALA,
ALIGARH.

ভোরের কুয়াশা—রবিবার দমদম যশোর রোডে এ ছবি তোলা। —নিজস্ব-চিত্র

কৃষ্ণনগরে কারফু, দু জায়গায় দুজন খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউ এন আই আরও জানাচ্ছেন, গতকাল সন্ধ্যা থেকেই শহরে অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। সি আর পি ইউনিটের সামনে এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুজন সি আর পি ও একজন রিকশা চালক আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের জেলা কনট্রোলার অফিসেও আগুন লাগানো হয়। এখানেও উগ্রপন্থীরাই আগুন লাগিয়েছে বলে পুলিশের অভিযোগ। জেলা মেডিকেল স্টোর ও জুনিয়র ল্যানড রেকরড অফিসারের অফিসেও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

ফায়ার ব্রিগেডের একজন মুখপাত্র অভিযোগ করেন, আগুন নেভাতে যাওয়ার পথে দমকল গাড়ির ইনজিন লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোঁড়া হয়। ইট-পাটকেলও ছোঁড়া হয়েছে। ফলে একটি ইনজিনের ক্ষতি হয়েছে। একজন চালক আহত হয়েছেন। সব জায়গাতেই আগুন নেভানো হয়েছে।

বিষ্ণুপুর থানায় চৌকিদার খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, রবিবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জ গ্রামের চৌকিদার শ্রীকানাইলাল সরদার (৫০) খুন হন।

পুলিশসূত্রে জানা যায়, বাড়ি ফেরার পথে শ্রীসরদার আক্রান্ত হন। তাঁর গলা এবং পেটে ছুরি মারা হয়। এবং ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান।

ঢাকুরিয়ায় বৃদ্ধ নিহত

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন রবিবার কসবায় তনুপুকুর রোডে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ খুন হন। তাঁর নাম শ্রীতারক দাসগুপ্ত।

বোমায় দুজন পুলিশ আহত

শনিবার শেষ রাতে উত্তর কলকাতা বন্দর পুলিশ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট রোডে ওয়াগনভাঙ্গা দলের লোকদের লক্ষ্য করে তিন রাউনড গুলি চালায়। কেউ আহত হয়নি।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, পুলিশ ওয়াগনভাঙ্গা দলের লোকদের চ্যালেনজ করলে তারা পুলিশকে আক্রমণ করে। ছোরার আঘাতে একজন কনসটেবল আহত হন। তখন পুলিশ গুলি চালায়। আহত কনসটেবলকে পরে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে উত্তর কলকাতার বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি পুলিশ বেতার গাড়ির ওপর বোমা পড়ে। বোমার আঘাতে ২ জন কনসটেবল আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠান হয়। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

খাদ্যবাহী গাড়ি আক্রান্ত

রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বি কে পাল অ্যাভিনিউ এবং আহিরীটোলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে পুলিশের জন্য খাদ্যবাহী একটি গাড়ির ওপর বোমার হামলা হয়। পুলিশ ১ রাউনড গুলি চালায়। কেউ আহত হয়নি।

গারলস স্কুলে আগুন

এদিন বিকালে একদল লোক বাকসাড়া সুরেন্দ্রনাথ গারলস হাই স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে স্কুলের বহু কাগজপত্র ও আসবাব পুড়ে যায়।

দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভায়।

কারফু/তল্লাসি গ্রেফতার

শনিবার গভীর রাত্রে আমতা থানার বাজেপ্রতাপ এবং বাগুয়া গ্রাম দুটিতে কারফু জারি করে তল্লাসি চালান হয়। ঐ সময়ে সেনাবাহিনীর লোকেরা গ্রাম দুটিকে ঘিরে রাখে।

ওখান থেকে নকশালপন্থী সন্দেহে মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

যাদবপুরে গ্রেফতার

যাদবপুর বিজয়গড় কলোনি থেকে পুলিশ শনিবার অধিক রাতে ৪৫ জনকে গ্রেফতার করে। ২৩টি বোমা উদ্ধার করে বলে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান। তিনি আরও বলেন এদিন বাঁশদ্রোণী থেকে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত এক যুবককেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। একটি পাইপগান এবং বোমাও উদ্ধার করে। রবিবার বেলেঘাটার কয়েক জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ ২৫ কিলোগ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট উদ্ধার করে। পুলিশের হিসাবে এদিয়ে আট হাজার বোমা তৈরি করা যেত।

বরানগরে কারফু, তল্লাসি

রবিবার বেলা ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বরানগরে কারফু জারি করে সেনাবাহিনীর সাহায্যে পুলিশ কয়েকটি পাড়ায় ব্যাপক তল্লাসী চালায়। যে-সব পাড়ায় তল্লাসী চালানো হয় সেগুলি হলঃ দরজিপাড়া, বসাক বাগান এবং কুটিঘাট।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

সিউড়িতে কলেজে আগুন দেবার চেষ্টা

দুবরাজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ কয়েকজন দুর্বৃত্ত সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে আগুন লাগাবার চেষ্টা করলে পুলিশ দু রাউনড গুলি চালায় বলে পুলিশ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। দুর্বৃত্তরা শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করলে কলেজ ভবনের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুলিতে বা বোমায় কেউ আহত হয়নি।

বন্দুক ছিনতাই

চন্দননগর থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন, শনিবার ভোরে চারজন সশস্ত্র যুবক হুগলি জেলার বলাগড় থানার অধীন বৈদিকপাড়ায় এক বাড়িতে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে একটি দো-নলা বন্দুক নিয়ে চলে গিয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

শনিবার হুগলি জেলার নানা জায়গায় তল্লাসির পর পুলিশ অন্তত ৬৩ জন গ্রেফতার করে।

সুন্দরবনের তুলা বিক্রির এখনও পাকা ব্যবস্থা হয়নি

স্টাফ রিপোরটার

সুন্দরবন এলাকায় ছয় হাজার একর জমিতে এবার প্রথম যে তুলো চাষ করা হয়েছে তা তোলার সময় আসন্ন। কিন্তু এই তুলো পরিষ্কার করে বাজারে ছাড়ার জন্য কাকদ্বীপ ও বাসন্তী অঞ্চলে যে দুটি কল বসাবার সরকারী প্রস্তাব হয়েছিল এখন তা নাকি ফাইল চাপা পড়ে রয়েছে।

প্রকাশ, শেষ পর্যন্ত একটি বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। তাঁরা ওই কাঁচা তুলা কিনে বাজারে বিক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহী।

রাজ্য কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে মারকিন দেশের লম্বা আঁশের এই তুলার বিচি এনে যখন সুন্দরবনে চাষ করা হয় তখন আশা করা হয়েছিল যে, ওই অঞ্চলে তুলার চাষ বিস্তারলাভ করলে ওইসব জমি দোফসলা হয়ে শুধু যে সুন্দরবনের সমৃদ্ধি ঘটাবে তাই নয়, বাংলা দেশের সুতাকলের তুলার চাহিদাও মিটাতে পারবে।

দেড়লক্ষ একর প্লাবিত জমি তে-ফসলি

এদিকে গত সেপটেমবরের প্লাবনের পর হাওড়া ও হুগলি জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে প্রায় দেড়লক্ষ একর জমি এখন তে-ফসলি হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। দুবার ধান ছাড়া ওখানে গমের চাষও শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের সাড়ে নয় কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের মধ্য থেকে ওখানে পাচ হাজার পামপ এবং দুই হাজার নলকূপ বসিয়ে সারা বৎসর জলের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। কৃষি দফতরের এক মুখপাত্র এ কথা উল্লেখ করে বলেন, ওই বন্যার পর যেটুকু সামলে ওঠা গিয়েছে তা তাঁদের 'আশাতীত'।

বাস চাপা পড়ে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার ২২ বছরের একজন যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে তিনি মারা যান।

পুলিশের অভিযোগ, স্টেট বাসের নীচে পড়ে ওই যুবক আহত হন। চালক বাস দ্রুতবেগে চালিয়ে পালিয়ে যান।

ট্রাম থেকে পড়ে আহত

একটি ট্রাম থেকে নামার সময় এদিন সকালে টালিগঞ্জ থানা এলাকায় একজন যাত্রী আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আটতলা বাড়ি হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আটতলার একটি নতুন ভবন তৈরির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এখনকার গ্রীন ওয়ারড ভেঙ্গে এই নতুন ভবনটি তৈরি হবে। এজন্য খরচ পড়বে ৩৬,০২,৫০০ টাকা।

নতুন ভবনে স্ত্রীরোগ বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ব্লাড ব্যাঙ্ক, গ্রীন ওয়ারডে যে-সব শয্যা আছে সে-সব এবং অতিরিক্ত শয্যা ও বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থা থাকবে।

জমির সংক্রান্ত বিরোধে ৪ জন খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

ইসলামপুর, ২১ মারচ—সোমবার ভোরে ইসলামপুর থানার অধীন গয়সাল গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে চার ব্যক্তি মারা যায় এবং দশজন আহত হয়। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। আহতদের ইসলামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ভোরবেলা জমির মালিক তার চাকরকে হাল বলদ ও গাড়ী দিয়ে জমিতে পাটের বীজ ফেলার জন্য পাঠায়। একদল সাওতাল তাকে বাধা দেয় এবং গাড়ী ও বলদ নিয়ে যেতে থাকে। সোরগোলে অনেক লোক জড় হয়। সাওতালরা তখন মীমাংসা বৈঠকের প্রস্তাব করে এবং তদনুসারে চারজন সাওতাল পাড়ায় যয়। সেখানে ওই চারজনকে মেরে ফেলা হয়। নিহতদের মধ্যে ইসলামপুর কোরটের এ্যাডভোকেট, নাম হানিফ আরজু। বার এসোসিয়েশনের এক সভায় এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং দু মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে মৃতের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পুলিশ ২৮ জন সাওতালকে এ ব্যাপারে গ্রেফতার করেছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ১৩ এপরিল ইমফল সফরে আসছেন

ইমফল, ২০ মারচ—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি দুদিনব্যাপী সফরে আগামী ১৩ এপরিল এখানে আসবেন।

তিনি এখান থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এক পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। এখানে রাষ্ট্রপতি শ্রী গিরির এটাই প্রথম সফর।

দিল্লি প্রত্যাবর্তনের আগে রাষ্ট্রপতি ইমফলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নাগাভূমিতে ডিমাপুরে কাগজ কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে জানা যায়। —পি টি আই

শ্রীহট্টের কলকারখানায় ইন্দিরা-মুজিবরের ছবি পাশাপাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা

করিমগঞ্জ, ২১ মারচ—এখন শ্রীহট্টের দোকানপাটে, কল-কারখানায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের ছবি পাশাপাশি টাঙানো দেখা যাচ্ছে। জনগণ নিজেরাই ওই ছবি টাঙিয়েছেন। জনগণ এও চাইছেন—বাংলা দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচাতে ভারত-পাক বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা হোক।

করিমগঞ্জের বিপরীত দিকে সীমান্তের অপর পারে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জনগণের সরকার গঠনের ও দুই সীমান্তের মধ্যে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা দানের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা অন্তর্বর্তী নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর জয়লাভে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শ্রীমতী গান্ধী ও শেখ মুজিবরের যুগ্ম প্রচেষ্টায় দুই দেশের জনগণের উন্নিত হবে এই আশা প্রকাশ করেন।

উদয়পুরে অগ্নিকাণ্ডে ৫০ লাখ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি

আগরতলা, ২০ মারচ—উদয়পুরে এক বিধ্বস্ত অগ্নিকাণ্ডে দুজন জীবন্ত দগ্ধ হন এবং প্রায় ৫০ লাখ টাকার সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই অগ্নিকাণ্ড গত ৭ মারচ ঘটে বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ গতকাল ত্রিপুরা বিধানসভায় জানান।

এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৪৫০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসনের কথা ভেবে দেখা হচ্ছে। —ইউ এন আই

পূর্ব বাংলার আন্দোলনে শ্রীহট্টের চা-বাগান শ্রমিকরা, মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা

করিমগঞ্জ, ২০ মারচ—করিমগঞ্জ সীমান্তের অপর পাড়ে পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট জেলায় অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন চা বাগানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই সপ্তাহেই ১৪টি চা বাগানের হাজার হাজার শ্রমিক খাদিমনগর চা বাগান ময়দানে জমায়েত হয়ে 'বাংলাদেশের' মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করার শপথ নেন। আওয়ামী লীগের চার দফা কর্মসূচি পূরণের দাবিতে শ্রীহট্ট শহরে মহিলাদের এক বিরাট মিছিল বের হয়। তাতে বোরখা পরা শত শত মহিলাও ছিলেন। পূর্ব বাংলার অসহযোগ আন্দোলন আজ ১৯ দিনে পড়লো।

শ্রীহট্ট জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক দেওয়ান ফরিদ গাজি আন্দোলনে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কর্মীদের বিরত থেকে কাজে যোগদানের আহবান জানিয়েছেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র, নারস এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা আওয়ামী লীগের তহবিলে সাধ্যমত সাহায্য করেছেন।

জকিগঞ্জ থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, সেখানেও আন্দোলনের সমর্থনে জনসভা হয়েছে। করিমগঞ্জ সীমান্ত থেকেই দেখা যায় জকিগঞ্জের প্রায় সমস্ত বাড়িতেই কালো পতাকা তোলা।

নাগাভূমিতে তথাকথিত ফেডারেল সরকারের জরুরী অবস্থা ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা

ইমফল, ২০ মারচ—নাগাভূমির তথাকথিত ফেডারেল সরকার ৬ মাসের জন্য রাজ্যে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করেছে বলে জানা যায়।

মারের পরিবর্তে নাগা জাতীয় পরিষদের সহঃ সভাপতি ইমকংমারেংকে সভাপতি করা হয়েছে। ইনি কট্টরপন্থী বলে পরিচিত।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ফেডরেল নেতারা বর্তমানে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছেন। এটা পরিষ্কার যে, 'ফেডারল সৈন্যরা' গুপ্ত সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। মইসিউ এবং মারের মত নরমপন্থী নেতাদের অপসারিত করা হয়েছে।

জানা যায়, 'ফেডারল নাগা সৈন্যরা' উগ্রপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়

বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস উপলক্ষে রবিবার কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত সংগীত, ঐকতান বাদ্য, একক সংগীত, কবিতা আবৃত্তি কুচকাওয়াজ ও নৃত্য পরিবেশন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅশোক চৌধুরী ও ছাত্রী রাগু ভাওয়াল বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসনের দাবি জানান।

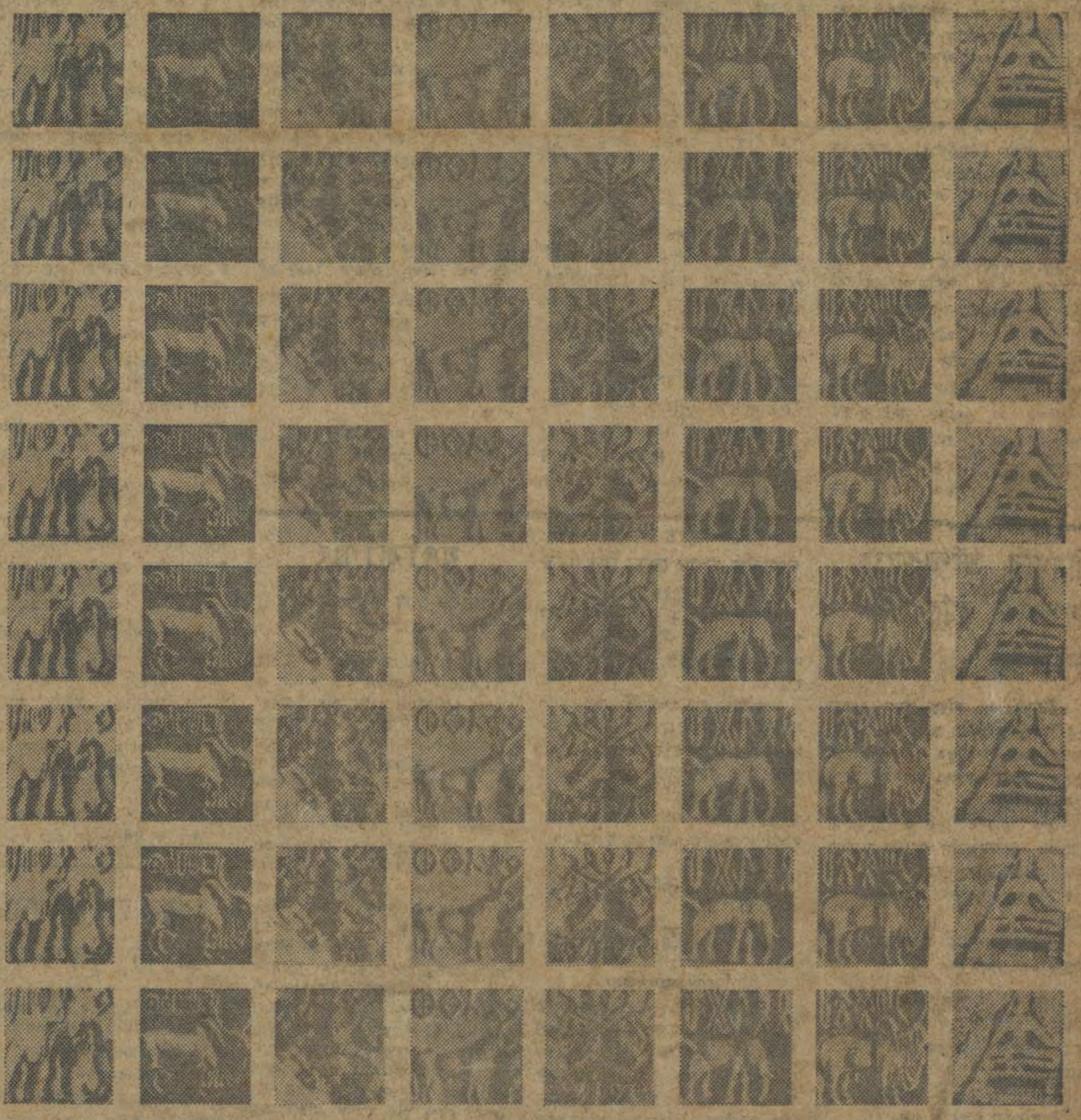

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও ভাষার বিকাশ

ভাষা বিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এর মূল নীল নদী থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও মহেঞ্জোদাড়োবাসীরা লেখা পড়া জানত।

মাটির তৈরী এই সব শীলমোহর কে অক্ষরের মত ব্যবহার করা হত। আট আটটি করে এক একটি পঙতি সাজিয়ে এই চৌষট্টিটি শীলমোহর দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে এ-ও একটি।

কিন্তু মানুষ সব সময়ই নতুনের খোঁজ করে। যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভাব বিনিময়ের পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটে।

আজ অভিনব কৌশলে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষ তার বাণী অবলীলাক্রমে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে।

অসীম শূন্যতার মাঝ থেকে আজ সে পৃথিবীর সংগে যোগাযোগ করছে। কিছুদিন আগেও ছিল এসব অচিন্তনীয়।

মানব প্রকৃতির এই জয়যাত্রায় যোগ দিয়েছে কম্প্যুটার। আই বী এম দ্বারা ভারতে প্রস্তুত এই কম্প্যুটার কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাংক, রেলওয়ে, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করছে।

মানবশক্তিকে আরও কাজে লাগাবার জন্যে মানুষ আজ প্রগতির সর্বক্ষেত্রে কম্প্যুটার ব্যবহার করছে।

IBM

mcm/ibm/118/ben

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

সোমবার, ৮ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

যার ঈশ্বরে মন সেই ত মানুষ। মানুষ; আর মানহুঁস। যাঁর হুঁস আছে, চৈতন্য আছে; সে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য,—সেই মানহুঁস।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

আঞ্চলিক দলগুলি

এবারকার নির্বাচনে অনেক পুরানো ধারণা ধুলিসাৎ হইয়াছে, আবার অনেক নূতন লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দুই-ই সমান দর্শনীয়। যে-সব নৈরাশ্যের প্রবক্তা সরবে রটাইয়াছিলেন '৬৭ সনের নির্বাচনই ভারতের শেষ নির্বাচন, তাঁহারা নিশ্চয় '৭১-এর ভারতের মুখের দিকে তাকাইয়া হতবাক। যাঁহারা সোল্লাসে বলিয়া বেড়াইতেছিলেন ভারতীয় গণতন্ত্র শতধা হওয়ার মুখে, নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়া তাঁহারাও নিশ্চয় নিরাশ হইয়াছেন। কেন না, ভারত যে গণতন্ত্রের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ তাহাই নহে, ভারতীয় জনসাধারণ এই নির্বাচনে আরও কয়েকটি ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছেন—এ দেশের মানুষ পরিবর্তন চান, সঙ্গে সঙ্গে চান—স্থায়িত্ব। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইন্দিরাজীর বিজয়। অন্য প্রমাণ—আঞ্চলিক দলগুলির ভাগ্যবিপর্যয়।

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে অনেক রাজনৈতিক দল জখম হইয়াছে। আঘাত আরও গুরুতর আঞ্চলিক-দলগুলির ক্ষেত্রে। লোকসভার তেরোটি আসনে পাঞ্জাবের অকালী দল মাত্র একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন। উত্তরপ্রদেশ-বিহার-হরিয়ানায় বি-কে-ডি'র অবস্থা আরও শোচনীয়। বাংলার বাংলা-কংগ্রেস, ওড়িশার জন-কংগ্রেস—ইত্যাদির ব্যর্থতাও সর্বজনবিদিত। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা পুরাপুরি পর্যদুস্ত, অন্যত্রও টুকিটাকি নানা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ভারতীয় জনতা আর আপন মহল্লাকেই দেশমাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী নহেন, সমগ্র দেশকে লইয়াই সাধ, স্বপ্ন এবং অভীপ্সা। এবারকার নির্বাচনে সেদিক হইতে দেশবাসী অবশ্যই বিচক্ষণ সংহতি-সাধক। জাতিপাতি, ধর্ম, ভাষা—কোনও জালেই তাঁহাদের তেমন করিয়া জড়ানো যায় নাই।

তবে অন্য লক্ষণ একেবারে অনুপস্থিত তাহা বলা যায় না। বিপরীত মতির প্রকাশও ঘটিয়াছে। তামিলনাড়ুতে ডি-এম-কে'র জয়-জয়কার। ওড়িশায় শ্রীবিজু পট্টনায়ক নিজে পাঁচটি কেন্দ্রে হারিলেও তাঁহার দল উৎকল-কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভায় ৩২টি আসন দখল করিয়াছে। অন্ধ্রে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি লোকসভার চৌদ্দটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ১০টি হাতে পাইয়াছে। তাছাড়া বিহারে-বাংলায় ঝাড়খণ্ড দল রহিয়াছে, মুসলিম লীগের পুনরুত্থানও স্মরণীয়। তবে কথা এই, ভারতের আকার প্রকার এবং আঞ্চলিকতার ইতিবৃত্তের কথা মনে রাখিলে ইহাদের বিজয়ে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। 'ডি-এম-কে আজ আদি ডি-এম-কে'র সংকীর্ণতাবাদ হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে কি? এবং সকলেই জানেন, তাহার এবারকার বিজয়ের সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনীতির যোগ ঘনিষ্ঠ। এই দল আজ আর বিচ্ছিন্নতাকামী নহে, তাহার দাবিদাওয়ার সঙ্গে সর্বভারতীয় দল বাংলায় সি-পি-এম'র দাবির মিল যথেষ্ট। সি-পি-এম যদি নিজেকে 'আঞ্চলিক দল' বলিয়া মানিতে রাজী না হয়, তবে অতঃপর ডি-এম-কে'ও হয়তো নিজেকে প্রমাণ করিতে চাহিবে সর্বভারতীয় দল। উৎকল - কংগ্রেসের উদ্যোগপর্বে শ্রীপট্টনায়ক অবশ্য আঞ্চলিকতার সওয়াল তুলিয়াছিলেন, কিন্তু যে আদর্শ-বিচারে বাংলা-কংগ্রেস নিছক আঞ্চলিক দল নয়, সে-বিচারে ওড়িশার উৎকল-কংগ্রেসও নিশ্চয় তাহা নহে। তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতিও বড়জোর অধুনালুপ্ত সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির মতো। আশা করা যায় সময় হইলে ইহাও মিলাইয়া যাইবে। হয়তো ইহার পরও আঞ্চলিকতার শবে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা চলিবে। কিন্তু পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন জানাইয়া গেল সে চেষ্টা ক্রমেই আরও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।' দেশের মানুষ এক থাকিতে চান, এবং চান—শক্তিশালী সরকার। এমন সরকার যাহার হাতে সারা দেশ নিরাপদ।

স্মৃতির কথা ও কাহিনী

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তির একটি কাহিনী ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকেও উল্লিখিত হইয়া থাকে। তিনি ইংরাজী জানিতেন না। তবু দুই গোরার মারামারির মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া তিনি উভয়ের বচসার সব কথা বলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, দুই গোরার বচসা ইংরাজী ভাষাতেই হইয়াছিল। পণ্ডিত জগন্নাথ সেই বচসার ভাষিক ধ্বনি মাত্র একবার শুনিয়াও ভুলিয়া যান নাই। তাই তিনি আদালতে সেই বচসার ভাষা হুবহু বিবৃত করিতে পারিয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তির একটি অসামান্য কীর্তির দৃষ্টান্ত বটে! কিন্তু তাহা এই কারণে নহে যে, একটি অজানা ভাষার বচসার কথাগুলি তিনি স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অসামান্য কৃতিত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবার কারণ এই যে, তিনি শুধু একবার শুনিয়াই তাহা মুখস্থ অর্থাৎ স্মৃতিস্থ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিশুরা বড় বড় ছড়া ও কবিতার ভাষাগত অর্থ না বুঝিয়াও তাহা স্মৃতিস্থ করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু শুধু একবার শুনিয়াই তাহা করিতে পারে না। সুতরাং মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে এমন ধারণা করিবার যুক্তি নাই যে, পণ্ডিত জগন্নাথের স্মৃতিশক্তির সেই কৃতিত্ব সাধারণ শিশুর স্মৃতিশক্তির সহজ কৃতিত্বের অনুরূপ কোন ব্যাপার।

ভারতীয় ভাষাতে যাহাকে শ্রুতিধর বলা হইয়া থাকে, তাহাকে স্মৃতিধর বলিয়াও মনে করা চলে। বিস্ময়ের ঘটনা হইলেও ইহা বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে, লিপিবদ্ধ হইবার আগে বেদ শুধু এক স্মৃতিপথে চলিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে। স্মৃতিশক্তির কৃতিত্বের এত বড় ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। বলা চলে, স্মৃতি এ ক্ষেত্রে দক্ষ মুদ্রাযন্ত্রের তুলনায় দক্ষতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্ত কোন সন্দেহ নাই যে, আজিকার মুদ্রাযন্ত্র মানুষের স্মৃতিশক্তির ঐতিহ্যকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র যেন মানবীয় স্মৃতিশক্তির ঐতিহ্যকে অলস করিয়া বসাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। শিক্ষার বিজ্ঞানেও একটা ভর্ৎসনাকে মুখর হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে—মুখস্থ বিদ্যা দূরে হও!

সুখের বিষয়, মুখস্থ বিদ্যাকে স্মৃতিস্থ বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিবার নূতন ঝোঁক আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে দেখা যাইতেছে। যাহা যথার্থ স্মৃতিস্থ বিদ্যা, তাহাকে তোতাপাখির ভাষাপটু কলরবের সহিত তুলনা করিবার অর্থ হয় না। কাব্য শাস্ত্র তত্ত্ব এবং তথ্যের কিছুটা মুখস্থ থাকিলে তাহা স্মৃতিশক্তিরই অনুশীলন উন্নত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। সংবাদে প্রকাশ, বিহার হইতে লোকসভায় নির্বাচিত শ্রীকার্তিক ওরাওঁ শপথবাক্যের কার্ড পাঠ করিয়া শপথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার স্মৃতির কার্ড পাঠ করিয়াছেন। শপথবাক্যের ইংরাজী বয়ান তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি তাহা আবৃত্তি করিয়াছেন। ঘটনা লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত অন্যান্য সদস্যেরা হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেন তাঁহার বারো বৎসর বয়সে সমগ্র অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি মুখস্থ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেশীয় রাজ্য দপ্তরে যিনি প্রধান সচিব ছিলেন, সেই শ্রীমেনন একজন অসাধারণ স্মৃতিধর অথবা শ্রুতিধর। ১৯৩৫ সনের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের সবই নাকি তাঁহার মুখস্থ ছিল। কথিত আছে, স্বামী বিবেকানন্দ আর্ণল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' কাব্যটিকে বিনা গ্রন্থের সাহায্যে সমগ্রভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। গীতা গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ আছে, এমন স্মৃতিধর ব্যক্তি আজিকার দিনেও খুব বিরল নহে।

স্মৃতির শক্তিকে একটু গভীর দৃষ্টি দিয়া লক্ষ্য করিলে কিন্তু এই সত্যই ধরা পড়িয়া যায় উহা বস্তুত ভালবাসিবার শক্তি। যাহাকে ভাল লাগে ও ভালবাসিতে পারা যায়, তাহাই স্মৃতিতে স্থায়ী হয়। সে স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যেও নীড় বাঁধিয়া থাকে।

ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি
রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা!

সাংস্কৃতিক সংকট ।। এক

প্রবীণদের আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে

আজ আমরা পশ্চিম বাংলায় নানা-রকম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এ সংকট শিক্ষায়, সমাজে, রাজনীতি, অর্থনীতিতে—কোথায় নয়, কিন্তু সবচেয়ে সংকটময় অবস্থা বোধ হয় এ দেশের এতদিনের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির। কারণ দুর্ভাগ্যবশত 'সংস্কৃতি' এই শব্দটির প্রকৃত অর্থই আমরা ভুলতে বসেছি। তাই সংস্কৃতির পরিচয় কোনরকমে টিঁকে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে—অর্থাৎ নাচ, গান, হল্লায়।

আজ আমরা ভুলতে বসেছি যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐক্যের সংস্কৃতি, সংহতির সংস্কৃতি। ভাঙনেরও নয়, বিভেদেরও নয়। ঐ সংস্কৃতির শ্লোগান: 'দেবে আর নেবে—মেলাবে মিলিবে।'

যদি বলা হয়, বাংলাদেশ উদ্বাস্তুদের দেশ, খুব অন্যায় বলা হবে না। আর্য সভ্যতার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে তাড়া খেয়ে প্রাক-আর্যরা ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় বাংলার সমতল ভূমিতে। তারা বাধা পেল উত্তরে হিমালয়ে, দক্ষিণে সাগরে। সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমায় পরিবেষ্টিত এই বাংলাদেশ তাদের সাগ্রহে গ্রহণ করল। ফলে বাঙালী এক জাতি বলে গণ্য হলেও বহু উপজাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব হয়েছে। এই উদ্বাস্তু প্রাক-আর্যরা ভারতের যে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল সেখানকার সংস্কৃতিকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। বহুজাতির সংমিশ্রণে এখানে যে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, তারা কাউকেই ত্যাগ করেনি, কোন সংস্কৃতিকে বাদ দেয়নি, রূপ দিয়েছিল সার্থক সংহতির। বাংলার দর্পণে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিফলিত ছিল।

বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করলে আর একটি প্রদেশের কথা মনে পড়ে তা হল পানজাব। সেখানেও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছিল। কিন্তু কোন সংস্কৃতিই স্থায়িত্ব লাভ করেনি। সেখানে মিশ্রণ ঘটেছিল বিদেশীদের সঙ্গে। পানজাবে এল পারসীক, এল গ্রীক, এল হূণ, এল কুশান। ফলে দেখতে পাই ওখানকার অধিবাসীদের লম্বা, চওড়া, ফরসা সুঠাম কাঠামো: মেয়েরা সুন্দরী। কিন্তু মিশ্রণের ফলে কোন সংস্কৃতিই বেশীদিন টিঁকেনি। কারণ বার বার বিদেশী আক্রমণের ফলে গড়ে ওঠার আগেই সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে, বিদেশীরা এসে বাধা পেত সিন্ধু নদে। সেখান থেকে তারা আবার ফিরে যেত।

অপর পক্ষে বাংলাদেশ, অন্য প্রদেশ থেকে আসা সব জাতি, উপজাতি ও জনগোষ্ঠীকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল বলে বঙ্গ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছিল। বাঙালীর ভাষা তার সাজপোশাক, তার ব্রতপার্বণ, পুজো আর সামাজিক রীতিনীতি, তার রন্ধন পদ্ধতি, তার আচার-ব্যবহার সবের মধ্যেই পড়ল বৈশিষ্ট্যের ছাপ। অন্য প্রদেশের সঙ্গে তার রূপ আলাদা। কিন্তু সর্বভারতীয় বলে চিনতেও ভুল হয় না।

বাঙালী ধুতি পরে, তাতে কাছা এবং কোঁচা দুই থাকে। অন্য প্রদেশে লক্ষ্য করলে দেখব কেউ মাল কোঁচা মারে, কেউবা কাছাই দেয় না। বাঙালী মেয়েদের শাড়ি পরাতেও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অন্য প্রদেশের মেয়েরা তা স্বীকার করত। বলত, বাঙালী ধরনের শাড়ি-পরা; কিন্তু আজ তা সর্বভারতীয় মর্যাদা পেয়েছে। বাঙালী মেয়েদের প্রসাধনেও সর্বভারতীয় রূপচর্চার ইঙ্গিত দেখা যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের চুল বাঁধার পদ্ধতির সঙ্গে অন্ধ্র, তামিল, সৌরাষ্ট্রের আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়।

ব্রত, পার্বণ, পুজো এবং সামাজিক রীতিনীতি, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রসঙ্গে বারান্তরে বিশদ আলোচনার জন্য স্থগিত রেখে বাঙালীর রন্ধন পদ্ধতি নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে সেখানেও সর্বভারতীয় মিশ্রণ। বাঙালী একবেলার রান্নায় যে পদগুলি খায় তার মধ্যে প্রধান চারটি স্বাদই থাকে। আমরা তেতো দিয়ে শুরু করি, ঝালও খাই, টকও খাই, শেষ করি মিষ্টি দিয়ে। অন্য প্রদেশের দিকে তাকালে দেখব, কারও রান্নায় শুধু টকের প্রাধান্য। কারও ঝাল, কারও বা মিষ্টি, কিন্তু বাঙালী কোন স্বাদকেই ত্যাগ করতে পারেনি। পানজাবে জিরে খায়, বাঙালীও দেয় জিরের ফোড়ন। সৌরাষ্ট্রে ধনে, বাংলা রান্নাতেও ধনে পড়ে। তার উপর এল লঙ্কা। নামেই প্রমাণ হচ্ছে এটি আমাদের দেশের জিনিস নয়, বোধ হয় এসেছিল সিংহল থেকে। অন্যান্য প্রদেশে দু-এক রকমের ডাল খাবার জন্য ব্যবহার হয়। কোথাও মুগ, কোথাও অড়হর। কিন্তু বাঙালী সবরকমের ডাল খায়, এমন কি, বিউলি, যে ডাল বাংলাদেশে হয় না তাও বড়ি দেবার জন্য বাইরে থেকে আনা হয়।

গুজরাটের ধোকরা এদেশে ধোঁকার ডালনা বলে গৃহীত হয়েছে। বাঙালীর বিয়ে বাড়িতে আজ পোলাও, কালিয়া না হলে চলে না। অথচ এই দুটিই মোগলাই রান্না। এই থেকেই বোঝা যায়, বাঙালী চেয়েছিল সবরকমের স্বাদের মানুষকেই বাঙালী রান্নায় খুশী করতে।—রান্নার মাধ্যমেও এনেছিল সংহতি।

পার্থক্যও আছে, যেমন বাংলার হল ছানার মিষ্টি, উত্তরপ্রদেশে ক্ষীরের মিষ্টি। তার কারণ জ্বালানি কাঠের অভাব। বাংলাদেশে জ্বালানি কাঠ কম হত। যে-জন্য গোবরকে আমরা সার হিসাবে ব্যবহার না করে ঘুঁটে করে পোড়াই। তাই বেশী জ্বালানি খরচ না করে ছানা কেটে মিষ্টি তৈরি করা হত। উত্তরপ্রদেশে জ্বালানির অভাব ছিল না, তাই অনেকক্ষণ ধরে ক্ষীর বানিয়ে তাদের মিষ্টি তৈরি হয়।

বহু বছর ধরে এক দেশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পেরে, যুগের হাওয়ায় তাকে বদলাতে গেলে দেখা দেয় সাংস্কৃতিক সংকট। ড্রইং রুম কালচার আমাদের দেশের জন্য নয়। পুরুষরা বসত রকে, বৈঠকখানায়, বসত আড্ডা, জমত মজলিশ। মেয়েরা যেত অন্দর মহলে, তাদের গল্প রান্না ঘরে। ভিতরের উঠোনে, খাওয়ার দাওয়ায়। তাই দেখতে পাই আজকের ড্রইং রুম সাজানো পড়ে থাকে, পোশাকী লোক ছাড়া কেউ সেখানে বসে না, ব্যবহারও হয় না।

এই আড্ডার সঙ্গে মেজাজ মিলিয়ে আমাদের ছিল হুঁকো কালচার, তামাক সেজে দশজন খেত, হুঁকো ঘুরত এক হাত থেকে আর এক হাতে। আধুনিক সিগারেট কালচারে নিজে ধরিয়ে নিজে ধূমপান করে। হুঁকোর মত অন্যদের কাছে টেনে নিতে পারে না।

আজকের বঙ্গ সংস্কৃতিতে যে ফাটল ধরেছে তার কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। আমরা না বুঝে ব্রত, পার্বণ, পুজোকে অবজ্ঞা করি। সামাজিক রীতিনীতিকে বিদ্রূপ করি। এই যে সাংস্কৃতিক সংকট, এর সূচনা কিন্তু শিক্ষার সংকট থেকে। কারণ সংস্কৃতি শিক্ষা থেকে লব্ধ উৎকর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

এদেশে শিক্ষার সংকট শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে প্রকৃত পণ্ডিতকে আমরা বলেছি মূর্খ, আর মূর্খকে ভেবেছি বিদ্বান। আমাদের ঠাকুরদারা যাঁরা টোল চালাতেন, যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁদের আমরা মূর্খ ঠাওরালাম। আর বিদ্বান মনে করলাম কাদের? যারা দুটো ইংরাজী বুলি কপচে চাকরি যোগাড় করে ফেলল। সেই দিন থেকে শিক্ষা হল অর্থকরী। যে শিক্ষা মানুষ তৈরি করে তাকে আমরা ত্যাগ করে যে শিক্ষা কেরানি তৈরি করে তাকেই সাদরে গ্রহণ করলাম। পাঠশালা, টোলকে বিদায় দিয়ে তৈরি করলাম স্কুল, কলেজ—যা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল কেরানি তৈরির কারখানা। বিদ্যার শক্তির স্থান নিল কাঞ্চনের শক্তি। শুরু হল কাঞ্চন কৌলীন্যের যুগ।

আজও ঘরে ঘরে আমরা দেখতে পাই ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হচ্ছে কিনা, মানুষ হচ্ছে কিনা, সে দিকে বাবা মার বিশেষ দৃষ্টি নেই। ছেলে মেয়েরা ইংরাজী স্কুলে পড়ে দু চারটে বুলি আওড়াতে পারলেই আমরা খুশী, কোন রকমে ডিগ্রির তকমা লাগিয়ে চাকরি যোগাড় করতে পারলেই আমরা উৎফুল্ল। জ্ঞানের বদলে টাকা রোজগার করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে শিক্ষা কি করে মানুষ তৈরি করবে? আমরা ক্রমশ অমানুষের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি।

আরও একটি কারণ যে জন্য সাংস্কৃতিক সংকট এত প্রকট হয়ে উঠেছে: মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রম অবলুপ্তি। চিরকাল এই মধ্যবিত্ত সমাজই ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, কারণ এদের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা তা ধনী বা দরিদ্রের মধ্যে নেই। এরা লোকভয়, রাজ ভয়, মৃত্যু ভয় মেনে চলে। পালন করে ব্রত, পুজো, পার্বণ, সামাজিক নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ। ধনী বা দরিদ্র লোক ভয় বা রাজ ভয়কে মানে না। কারণ ধনীর ক্রয়ের ক্ষমতা আছে, আর দরিদ্রের আছে অভাবের তাচ্ছিল্য।

কিন্তু, এই মধ্যবিত্ত সমাজ আজ ভেঙে পড়েছে, সে জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যারা তারা নিও-লিটারেট, অর্থাৎ মলাট পড়া পণ্ডিত। এদের বিত্ত বেশী, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের সম্পর্ক। এরা পোস্টার আর দেওয়ালের লিখন পড়ে, এরা হিন্দী সিনেমার ছবি দেখে, খুব বেশী হলে খবরের কাগজের হেড লাইন আর সচিত্র ম্যাগাজিনের ছবি দেখে। ভুল শিক্ষা আমাদের যেখানে নামিয়েছে যার বিষময় ফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেখানে ঐতিহ্যময় বঙ্গ সংস্কৃতি বাঁচবে কি করে?

আমরা দোষ দিচ্ছি নবীনদের। কিন্তু আজ প্রবীণদের আত্মজিজ্ঞাসার দিন এসেছে। আমরা প্রকৃত বিদ্যাকে ছেড়ে টাকার পিছনে ছুটেছি। আমরা না বুঝে এত দিনের সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। এমন একটা সংস্কৃতি যা চেয়েছিল সংহতি: চেয়েছিল ঐক্য। যে সংস্কৃতিকে বুঝতে পারলে গোটা ভারতবর্ষটা বেঁচে যেত, বহুকে একের মধ্যে মেলাতে পারত। এর জন্য দোষী আমরা, গুরুজনরা, যাঁরা ছেলে-মেয়েদের সামনে বাঙলা সংস্কৃতির রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি, দোষী শিক্ষকরা যাঁরা তাঁদের মুখে অর্থকরী বিদ্যার চুসিকাঠি ঢুকিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে, দোষী স্বার্থান্বেষী, অশিক্ষিত নেতারা যাদের সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই নেই, যারা নিজেদের দলের সুবিধের জন্য গরম গরম বুলি আওড়ে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য: মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

সৎ হবার অপরাধ

বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে যেভাবে দিনের পর দিন চুরির হার বেড়ে চলেছে এবং অন্যান্য অসৎ উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে তাতে আমরা সাধারণ ছাত্ররা, যারা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ছি বা পাশ করেছি, খুবই উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত। কেননা, এখনও বিভিন্ন কলেজগুলিতে অধ্যাপক নিয়োগের সময় শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণী-প্রাপ্ত (যেভাবেই প্রথম শ্রেণী পাক না কেন) স্নাতকোত্তর ডিগরিধারীদের ডাকা হয়। তাতে করে আমরা যারা কোন অসৎ উপায় গ্রহণ না করার জন্য প্রথম শ্রেণী পাইনি তাদের বঞ্চিত করা হয়। তাতে কি এই কথাই মনে হয় না যে, আমরা পরীক্ষার ব্যাপারে কোন অসৎ উপায় গ্রহণ না করে অন্যায় করেছি। যদি একান্তই পরীক্ষার এই সমস্ত ত্রুটি দূর করা এখনই সম্ভব না হয় তবে চাকরির ব্যাপারে শুধু পরীক্ষার ফলাফল না দেখে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন উচিত নয় কি? তা যদি না করা হয় তবে যে সামান্যসংখ্যক ছাত্র আজও সৎভাবে পরীক্ষা দিতে চায় প্রকারান্তরে তাদের অসৎ উপায় অবলম্বন করতে উৎসাহ দেওয়া হয় না কি? এখনও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাতেও প্রাপ্ত বিভাগের উপর কিছু % নাম্বার বেশী ধরা হয়। আমার অনুরোধ, এই সমস্ত পরীক্ষায় যেন সেই বেশী নাম্বার দেওয়া না হয়। সব শেষে পরীক্ষায় কিভাবে 'পুকুরচুরি' চলেছে তার একটা উদাহরণ দিই—১৯৬৯ সালের বিশুদ্ধ গণিতের পরীক্ষায় (যার ফল গত মাসে প্রকাশিত হয়েছে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেড় শতাধিক পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছে, যার সংখ্যা গত ১০ বছরে প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর মোট সংখ্যার চেয়ে বেশী।

—রমাপতি দ্বিবেদী, কলকাতা-১৯

অবহেলিত গ্রামের জীবন

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে মধ্যবর্তী নির্বাচন হল। যে দলই সরকার গঠন করুন, তাঁদের কাছে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নিবেদন, গ্রাম-বাংলার দিকে তাকান। শুধুমাত্র শহরের বিলাস-ব্যসন, উন্নয়নের পেছনে টাকা ঢালা কেবলমাত্র নীতির দিক থেকেই গর্হিত নয়, মানবতার দিক থেকেও বটে। গ্রামের মানুষ আজ অর্ধ-মৃত পশুর জীবনযাপন করছে। দিনরাত পরিশ্রম করেও পেটে ভাত, পরনে কাপড় নেই, শিক্ষাদীক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা দূর অস্ত। বসন্ত-উৎসবের দোলে যখন শহরে শহরে আনন্দের রঙীন ফোয়ারা ছোটে, তখন গ্রাম-বাংলার অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল বুভুক্ষা মেটায় রক্তিম পলাশফুলে। আর তখন হয়ত নিউ আলিপুরের ড্রেসিং-রুমে কোন আধুনিকা পিংক রঙ-এর শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে কবরীসজ্জায় পলাশফুল ম্যাচ করবে কিনা ভেবে চিন্তায় আকুল হন। মানুষ যখন পৃথিবীর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত আরাম-কামরায় বসে মানুষের চন্দ্রাভিযান টেলিভিসনের পর্দায় দেখে বিস্মিত, পুলকিত, গর্বিত বোধ করেন বিজ্ঞান-প্রগতির জন্য, ঠিক তখনই হয়ত শোনা যায় কোন গ্রাম্য-শিশুর দুধে নয়, পিটুলির জন্যই আর্ত চিৎকার!

অলমিতি বিস্তারেণ। জীবন-ধারণের সামান্যতম সুযোগ জীবন্মৃত গ্রামের লোককে দিতে হলে যা এখনই করা দরকার, তা হল:

প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে মোটামুটি গভীর পাতকুঁয়ো বাঁধিয়ে দেওয়া। এতে পানীয় জল ও ছোটখাট চাষের সুবিধে হবে।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। শুধুমাত্র হিসেবের কারচুপিতে নয়, প্রতিটি গ্রামে সরকার থেকে একটি করে ইলেকট্রিক বালবের বন্দোবস্ত করা দরকার। কে বলতে পারে, গ্রাম-বাংলা থেকে অন্য কোন বিদ্যাসাগর তৈরি হবে না?

প্রতিটি গ্রামে অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল ও প্রতি ব্লকে একটি করে সরকারী স্কুল স্থাপন। অভিযোগ পেয়েছি, অবৈতনিক স্কুলেও ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে আদায় করা হচ্ছে বেআইনীভাবে।

চাষবাসের জন্য ব্লক থেকে উন্নত ধরনের বীজ, সার বিতরণ ও পাম্পের সুবিধে দেওয়া। সত্যি সত্যিই দেওয়া।

প্রতি ব্লকে উপযুক্ত ডাক্তার-সহ একটি বড় হাসপাতাল ও আরো অন্তত তিনটি ছোট হাসপাতাল স্থাপন। বিনা-মূল্যে ওষুধ সত্যি সত্যিই সরবরাহ করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন রাস্তাঘাট বানাতে হবে, যাতে প্রতিটি গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ থাকে সারা বছর। সম্ভবত এই সব রাস্তায় বাসের পারমিট দিতে হবে। শুনেছি, অনেকে বাসের পারমিটের জন্য দরখাস্ত করে, ধরনা দিয়েও পারমিট পাননা।

প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রতি জেলায় উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দফতর খোলা যেতে পারে, যেখানে সাধারণ মানুষের লিখিত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত হবে।

এ ছাড়াও আরো অনেক কিছুই করবার আছে। কিন্তু অন্তত এটুক যে না করলেই নয়। —দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা—৭।

সংখ্যাভিত্তিক নির্বাচন

সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরেও একটি সমস্যা থেকে যাবে: নির্বাচন-প্রার্থী বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হত্যা করে বারে বারে নির্বাচনের অপব্যয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে ব্যর্থ করার নীতি অব্যাহত রাখলে তার প্রতিকার কী হতে পারে! সংখ্যাভিত্তিক নির্বাচনের (প্রোপোরশন্যাল রিপ্রেজেনটেশন) নিয়ম মাফিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দলগুলোকে পূর্ব নির্ধারিত একটি প্রার্থী তালিকা দিয়ে রাখার নীতি চালু করলে পূর্বোক্ত সমস্যা থেকে বাঁচা যায়। অর্থাৎ, এই তালিকায় কোনো প্রথম ব্যক্তি নিহত বা মৃত হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির স্থান নেবেন। দলছুটের সময়ও প্রথম ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল হয়ে তালিকার পরবর্তী ব্যক্তি নির্বাচিত সদস্য বলে গণ্য হবেন। দলবহির্ভূত কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়াতে চাইলেও তাঁকে তাঁর অবর্তমানে তাঁর জায়গায় কে আসবেন এমন অন্তত একজনের নাম মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ই ঘোষণা করতে হবে। কেবলমাত্র তাঁর ক্ষেত্রে দলছুটের প্রশ্নটি অবান্তর বলে মেনে নেওয়া হবে।

সংখ্যাভিত্তিক নির্বাচন (যেমন দ্যগলের আগে ফ্রান্সে ছিলো, এখনো ইজরায়েলে আছে। প্রথা, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের চূড়ান্ত হলেও, ভারতের বর্তমান বহু রাজনৈতিক দলের যুগে সমর্থনযোগ্য বলে ঠিক মনে করা যায় না; তবে তার তালিকা প্রথাটি গ্রহণের যৌক্তিকতার বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। —অর্ঘ্য দত্ত, কলকাতা।

ভোট ব্যবস্থায় ভুল

আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ-পত্রে বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত আমার নিম্নের পত্রটি প্রকাশ করে দিলে বাধিত থাকব।

সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়ে গেল। ফলও যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে। এবারকার ভোটের ফল বিশ্লেষণ করলে যে জিনিসটা পরিলক্ষিত হয় তা হল ভোট ভাগাভাগি।

যেমন বারুইপুর কেন্দ্রে কোনও রাজনৈতিক দল ১৯ হাজার ৭ শ ১১টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। যেখানে তাঁর নিকটতম প্রার্থীর ভোট ১৯ হাজার ২ শ ৬৫ ও অন্যান্যদের মিলিত ভোট ১৫,৫৯৫ অর্থাৎ নির্বাচিত প্রার্থী ১৯,৭১১টি ভোট পেয়েও ৫৪,৫৭১ জনের প্রতিনিধি। কুলপি কেন্দ্রে নির্বাচিত প্রার্থী পেয়েছেন ১১,৭৫২টি ভোট। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি রাজনৈতিক দল ও নির্দল প্রার্থী মিলিয়ে মোট ৫ জনে সর্বসাকুল্যে পেয়েছেন ৩৬,৪৯২টি ভোট। এরকম বহু কেন্দ্রেই হয়েছে (তার কিছু গত ১৩ মারচের আনন্দবাজার পত্রিকার ৫ম পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন কেন্দ্রে যদি ৬ জন প্রার্থী থাকে (যেটা প্রায় অনেক কেন্দ্রেই থাকছে), তাহলে ৫ জন যদি গড়ে শতকরা ১৬৪/৫টি এবং ষষ্ঠজন শতকরা ১৭১/৫টি ভোট পায় তবে শেষের জন নির্বাচিত হবেন অর্থাৎ শতকরা ১৭১/৫টি ভোট পেয়ে তিনি বাকী ৮২৪/৫% জনেরও প্রতিনিধিত্ব করবেন যদি তাঁরা তাঁর বিরোধী হন তা সত্ত্বেও। যে হারে দল বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে শতকরা ১০টি ভোট পেয়ে যদি কোন প্রার্থী নির্বাচিত হন তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। ফলে শতকরা ৩০টি ভোট পেয়েও কোন দল বা গোষ্ঠী সরকার গঠন করতে পারেন।

এই অবস্থা রোধের জন্য আমি সংবিধান সংশোধনের দ্বারা বর্তমান ভোট গ্রহণ পদ্ধতি পালটাবার প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী শতকরা ৫০টি ভোট না পেলে নির্বাচিত হবেন না। সেক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে পুনরায় সমরে নেমে শতকরা ৫০টি ভোট অন্তত নিয়ে জনগণের প্রতিনিধি হতে হবে। এর ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের প্রকৃত আস্থাভাজন হবেন ও যে সরকার গঠিত হবে তাও অধিকাংশের ভোটে। ফলে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হবে। —এস ঘোষ, কলকাতা—৩।

নব জাগরণের আশা

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান ও তৎপরবর্তী ঘটনার গতি প্রকৃতি সীমান্তের এপারের বাংলায় আমরা বেদনার্দ্র চিত্তে লক্ষ্য করছি। সেই সঙ্গে আমাদের মনের গহনে সংগোপনে এক উল্লসিত আত্মার অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করছি। এই উল্লাস বাঙালীর জাগরণের উল্লাস। ঊনিশ শতকের বাংলার জাগরণের (রেনাশাঁ) পর আজ এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে যেন এক শতাব্দী পর আর এক নতুন রেণাশাঁ বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে চলেছে। অবশ্য এই মুহূর্তে এই জাতীয় মন্তব্য কতখানি সমীচীন হবে জানি না, কারণ আন্দোলন বা জাগরণ সবে শুরু হয়েছে এবং ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করছে; তবে এটা ঠিক যে, এই অভূতপূর্ব আলোড়নের সুদূরপ্রসারী ফলাফল ভবিষ্যৎ বাঙালীর জীবনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করবে। সমগ্র বাঙালী জাতির ভবিষ্যতের ইতিহাসে আজকের এই গণজাগরণ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে। —সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা—১৯।

পঞ্চাশ বছরে

মাঝে মাঝে দেরীতে আসে, অধীর আগ্রহ নিয়ে তবু প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। হাতের কাছে অপরাপর কাগজ পাই বটে, মনে ভরে না। পরন্তু না পড়তে পেলে মনে হয় কি যেন একটা বাদ রয়ে গেল এমনই অবস্থার সৃষ্টি করেছে আপনাদের তথা আমাদের দৈনিক "আনন্দবাজার"। অপরাপর নেশার মত আনন্দবাজারও যে প্রচণ্ড নেশা ধরিয়ে দিতে পারে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

প্রকৃতই আনন্দবাজারের সম্পাদনা এবং নতুন নতুন বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি আমাদের জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকাশনায় স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। সব কিছু মিলিয়ে বেশ বোঝা যায়, আনন্দবাজারের সকল বিভাগের কর্মীরা যেন একই গোষ্ঠীভুক্ত, একই পরিবার। আজ আনন্দবাজারের পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আপনার মাধ্যমে তাঁদের সকলকে পাঠক হিসাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর প্রার্থনা করি আপনাদের সঙ্গে একই সুরে—সংবাদ পরিবেশণার ক্ষেত্রে আনন্দবাজার যেন নির্ভীক নিরপেক্ষ এবং আদর্শনিষ্ঠ এমনটিই থাকতে পারে চিরদিন। —কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, হুগলী।

শ্রীনগরে অগ্নিকাণ্ডে কয়েকটি বাড়ি ভস্মীভূত

শ্রীনগর, ২১ মারচ—আজ এখানে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে কয়েকটি বাড়ি ও দোকান ভস্মীভূত হয়। ফলে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

এক হাজার লোক গৃহহীন হয়েছে। রেসিডেনসি রোডের সংলগ্ন একটি স্কুল থেকে বহু নারী ও শিশুকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

আগুন নিভাতে দমকলবাহিনীর কয়েক ঘন্টা লাগে।

সরকারী বিবরণে অবশ্য বলা হয় চারটি বাড়িতে আগুন লাগে। একটি বাড়ি সম্পূর্ণ দগ্ধ হয় আর তিনটির ছাদ পুড়ে যায়।'

সরকারী মুখপাত্র বলেন, 'মাত্র নয়টি পরিবার গৃহহীন হয়।'

—পি টি আই

পূর্ববঙ্গে আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ববঙ্গের জনগণের আন্দোলনের সমর্থনে রবিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতায় একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলে প্ল্যাকারডে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' সংক্রান্ত বাণী উৎকীর্ণ ছিল।

মিছিল গড়িয়াহাটের কাছে পৌঁছলে পুলিশ জানায় যে, কলকাতায় ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। তখন তাঁরা তিনজনে ভাগ হয়ে ধ্বনি দিয়ে এবং গান করতে করতে রাজ-ভবনের সামনে যান। রাজ্যপালের কাছে ভারত সরকারের এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোর অনুরোধ জানিয়ে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

এর আগে বাঙ্গালী যুব সংসদের উদ্যোগে গড়িয়াহাটের মোড়ে এক সভায় পূর্ববঙ্গের জনগণের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। সর্বশ্রী তপন চ্যাটারজি, কাশীনাথ কর এবং সন্তোষ দত্ত বক্তৃতা করেন।

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সি পি আই সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত আজ নতুন লোকসভায় ভারতীয় কমিউনিসট পারটির নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

তামিলনাড়ুর সদস্য শ্রী এম কল্যাণ সুন্দরম ও শ্রীসরযূ পাণ্ডে ২৩ জন সদস্যযুক্ত এই সংসদীয় দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রীইসাক সম্ভালি ও শ্রীরামাবতার শাস্ত্রী হুইপ এবং শ্রীভোগেন্দ্র ঝা দলের সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন।

দিল্লিতে কলকাতার সাইকেল অভিযাত্রীরা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—কলকাতার একসপ্লোরারস ক্লাবের তিন সাইকেল অভিযাত্রী শ্রীপ্রদীপ ভৌমিক (দল-নেতা), শ্রীসুরেশ দত্ত ও শ্রীবিজয় ভৌমিক গত ১৭ মারচ এখানে এসে পৌঁছন। তাঁরা ২০ ফেবরুয়ারি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা অতিক্রম করে এখানে আসেন। এর পর তাঁরা কাশ্মীর যাবেন।

জাপানে জুনিয়র পি সি সরকারের পুরস্কার লাভ

ম্যাজিসিয়ান পি সি সরকারকে (জু নি য় র) জাপানের কালচারাল সোসাইটি সা মু রা ই অ্যাকাডেমি পুরস্কার দিয়েছেন।

কলকাতায় সংবাদ পাওয়া গিয়েছে জুনিয়র সরকার ১৯ মারচ টোকিওতে তাঁর ১৩০তম খেলা দেখাবার সময় এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পুরস্কার পান।

জাপানের শ্রেষ্ঠ পু র স্কা র প্লাটিনামের তরবারি তাঁকে দেওয়া হয়; জাপানী নন এমন ব্যক্তি হিসাবে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার পেলেন।

পি টি আই এই খবরটি দিয়েছেন।

ষৎকিঞ্চিৎ

ওয়াগনের মাল খালাস

হাওড়ার শালিমার ইয়ার্ডে প্রায় ৩৫০টি ওয়াগনের মাল খালাস না হওয়ায় এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। খালি ওয়াগনের অভাবে রেল-কর্তৃপক্ষ হাওড়া স্টেশনের বুকিং বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথাও চিন্তা করিতেছেন। গোটা দেশে এখন ওয়াগনের অভাবে রেলে মাল-পরিবহণের ব্যাপারে সংকট দেখা দিয়াছে। ওয়াগনের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের খনি-অঞ্চলে কয়লা স্তূপীকৃত হইয়া আছে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার গমও ঠিক মতো অন্যত্র পাঠানো যাইতেছে না। এই অবস্থায় কোথাও মাল খালাসের অভাবে ওয়াগন আটকাইয়া রাখা গোটা দেশের পক্ষেই ক্ষতিজনক। ওয়াগন আটক থাকায় রেলের আয়ও হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে রেলের ঘাটতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই অবস্থায় রেলের মাল-পরিবহণব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইলে রেলের ঘাটতি আরও বাড়িবে এবং যাত্রীদেরই তাহার মাশুল দিতে হইবে। শালিমারে ওয়াগন হইতে মাল খালাস না হওয়ার ঘটনা নূতন নয়। ওয়াগন হইতে মাল খালাস করিতে যত দেরি হইবে, ওয়াগন হইতে মাল চুরির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। এই সব কথা মনে রাখিয়া শালিমারে ওয়াগন হইতে দ্রুত মাল খালাসের জন্য আমরা কর্মী ও ব্যবসায়ীদের নিকট অনুরোধ করিতেছি। হাওড়া স্টেশনে বুকিং বন্ধ করার বদলে রেল-কর্তৃপক্ষের দ্রুত মাল খালাসের ব্যাপারে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় ৬ জনের সলিল সমাধি

হায়দরাবাদ, ২১ মারচ—একটি ট্যাক্সি ৬জন আরোহীকে নিয়ে চলবার সময় নাগার্জুন সাগর প্রকল্পের দক্ষিণ দিকের ক্যানালের মধ্যে পড়ে যায়। সেই সঙ্গে আরও ৬জন ছিল। আরোহী ৬ জনের সলিল সমাধি ঘটে। তাদের মধ্যে ২জন স্ত্রীলোক, ৩টি শিশু।

অপর ৬জনের ভাগ্যে কী হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

—ইউ এন আই

বিকলাঙ্গদের জন্য জাতীয় পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ বিকলাঙ্গদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য 'সেস' ধার্য করার প্রস্তাব করেছেন।

আজ বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস। রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে বিকলাঙ্গদের নিয়োগকারী এবং বিকলাঙ্গ কর্মীদের মধ্যে শ্রীগিরি জাতীয় পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনজন নিয়োগকারী এবং তিনজন কর্মী জাতীয় পুরস্কার পান।

রেড ক্রশের হাওড়া শাখার অধিবেশন

স্টাফ রিপোরটার

ভারতীয় রেড ক্রশের হাওড়া শাখা যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি শয্যা দান এবং হাওড়ার কেন্দ্রের জন্য একটি অ্যামবুলেনস কেনবার চেষ্টা করছেন।

রেড ক্রশের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্র শনিবার হাওড়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় ওই তথ্যটি জানিয়ে বলেন, রেড ক্রশ, ইনডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এবং রোটারি ক্লাবের হাওড়া শাখাগুলির যুক্ত উদ্যোগে চারচ রোডে একটি বাড়ি তৈরি করারও চেষ্টা হচ্ছে।

সভায় সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন শ্রীআহমাদ হোসেন মণ্ডল।

রেডক্রস মাসে সবচেয়ে বেশি 'বক্স কালেকশন' করার জন্য সর্বশ্রী অমরনাথ বসু, অসীম চ্যাটার্জি এবং মৃত্যুঞ্জয় ঘোষকে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার দেওয়া হয়।

সভায় সর্বশ্রী শরদিন্দু শেঠ, বীণা চ্যাটার্জি, মহাদেব মান্না প্রমুখ বক্তৃতা দিন।

আসামী পালিয়ে যাওয়ায় ছয়জন পুলিশ সাসপেনড

স্টাফ রিপোরটার

প্রিজন ভ্যান থেকে বিচারাধীন আসামী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ছয়জন পুলিশকে সাসপেনড করা হয়েছে।

শুক্রবার শিয়ালদহ আদালত থেকে আলিপুর যাওয়ার পথে রিপন স্ট্রিটের কাছে একটি প্রিজন ভ্যান থেকে নয়জন বিচারাধীন আসামী পালিয়ে যান। তাঁদের পাঁচজন ছিলেন উগ্রপন্থী।

রবিবার কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, ওই প্রিজন ভ্যানে রক্ষী ছিলেন বা ভ্যানটি চেকিং-এর দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল এরকম ছয় জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের সাসপেনড করা হয়েছে। এঁদের তিনজন অফিসার এবং একজন হেড কনেসটেবল।

শ্রীকমল সরকারের রুমানিয়া রওনা

শ্রমিক নেতা শ্রীকমল সরকার শনিবার রুমানিয়া রওনা হয়ে গিয়েছেন। সেখানে তিনি রুমানিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

দেশব্যাপী ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে ভোটার তালিকা সম্পর্কে যে ব্যাপক অভিযোগ দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন দুবার করে পরীক্ষা সহ দেশ-ব্যাপী ভোটার তালিকা সংশোধনের কথা ভাবছেন।

এই সংশোধনের কাজ ৫ এপরিল থেকে শুরু হবে। খসড়া ভোটার-তালিকা ৫ এপরিল প্রকাশিত হবে। কারও দাবি কি আপত্তি থাকলে তা ৫ মের মধ্যে জানাতে হবে।

সেই সঙ্গে ১৯৭০ সনের যে ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তালিকা প্রস্তুতকারীদের প্রতিটি ভোটারের বাসস্থানে পাঠান হবে। কেউ বাদ পড়েছেন কি না কিংবা অসঙ্গতভাবে কাউকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কি না, তালিকা প্রণয়নকারীরা তা পরীক্ষা করে দেখবেন। খসড়া ভোটার তালিকা এবং প্রণয়নকারীদের তৈরি তালিকা সম্পর্কে যেসব দাবি ও আপত্তি উঠবে সেগুলি পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে তুলনা করে দেখা হবে। সংসদীয় কেন্দ্রের এবং বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১ জুলাই-এর মধ্যে প্রকাশিত হবে।

১৯৭১ সনের ১ জানুয়ারি যাঁদের বয়স ২১ বছর হয়েছে তাঁরা এই সংশোধিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। —ইউ এন আই

শ্রীটি এন সিং এস ভি ডি নেতা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন

লখনউ, ২১ মারচ—উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। এদিকে আগামীকাল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। শ্রীসিং মুখ্যমন্ত্রী ও এস ভি ডি'র নেতা হিসাবে এই অধিবেশনের সম্মুখীন হবেন।

শ্রীসিং আজ বিকালে এস ভি ডি'র একটি জরুরী বৈঠকে এই ঘোষণা করেন।

শ্রীসিং গত জানুয়ারি মাসে মনিরাম উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর জনগণের রায় মেনে নিয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সংযুক্ত বিধায়ক দল গত শুক্রবার এক বৈঠকে শ্রী টি এন সিংকে ক্ষমতাসীন এস ভি ডি'র নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। প্রস্তাবের মাধ্যমে আসা এই অনুরোধ বিবেচনা করে দেখার জন্য শ্রীসিং কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন।

আদি কংগ্রেস রাজ্য আইনসভা দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণানন্দ রাই আজ সাংবাদিকদের জানান যে, এস ভি ডি'র সদস্যরা মনে করেন যে, এই সময় শ্রীসিংয়ের পদত্যাগ করার অর্থ হল বিধানসভা ভেঙে যাওয়া। আমরা কেউই এটা চাই না। শ্রীসিংও সকলের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

শ্রীরাই বলেন, আজকের বৈঠকে এস ভি ডি'র অন্তর্ভুক্ত ৫টি দলের ২২৯ জন সদস্য (নির্দল সমেত) যোগ দেন।

নব কংগ্রেস সরকার গঠনে সক্ষম

নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এস ডি শর্মা আজ দিল্লিতে বলেন যে, উত্তর প্রদেশে এস ভি ডি সরকারের পতন হলে তাঁদের দল সেখানে সরকার গঠন করতে পারবে।

ডাঃ শর্মা এক বিবৃতিতে বলেন যে, নব কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করার কথা ভাবেননি। তিনি বলেন, এম এল এ'রা যাতে এস ভি ডি ত্যাগ করে না যান, সেজন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ঐ রাজ্যে নির্বাচনের কথা রটাচ্ছে।

লখনউ-এর খবর : উত্তর প্রদেশের নব কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি শ্রী টি এন সিং-এর নেতৃত্বাধীন এস ভি ডি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার জন্য আজ রাজ্যের সব প্রগতিশীল আইনসভা সদস্যদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভার স্বল্পকালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি পরিষদীয় দলের বৈঠকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

—ইউ এন আই, পি টি আই

আলিগড় দাঙ্গা তদন্ত কমিশন সম্পর্কে মুসলীম লীগের দাবি

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—উত্তরপ্রদেশ সরকার আলিগড়ে দাঙ্গা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছেন মুসলীম লীগ সেই কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাহাবাদ, বেরিলি মোরাদাবাদ ও ফিরোজাবাদ শহরকেও অন্তর্ভুক্ত করবার দাবি করেছে।

লীগের জেনারেল সেক্রেটারি বসির আমেদ খাঁ একটি বিবৃতিতে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকাগুলি ব্যক্তিগত-ভাবে পরিদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। —ইউ এন আই

টেলকোতে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২১ মারচ—২৪ ঘণ্টা টেলকোর অটো ও ফাউন্ড্রি বিভাগ বন্ধ থাকবার পর কাল ওই দুটিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ হয়েছে। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে যে সব বাই সাইকেল চুরি গিয়েছে কর্তৃপক্ষ তার ক্ষতিপূরণ করতে স্বীকৃত হওয়ায় কর্মীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। জামসেদপুরের সহকারী লেবার কমিশনার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন।

শুক্রবার বিকালে হঠাৎ কর্মীদের শতকরা ৫০ ভাগ সাইকেল চুরির ক্ষতিপূরণের দাবিতে কাজ বন্ধ করেন।

ধানবাদে বোমার কারখানা

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধানবাদ, ২১ মারচ—শহরের গান্ধীনগর মহল্লায় একটি ছোট ঘরে পুলিশ গতকাল একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করেছে। পুলিশের সন্দেহ — নকশালদের তত্ত্বাবধানে কয়েক মাস ধরে এখানে বোমা তৈরি করা হচ্ছিল।

বোমা তৈরির সময় এক বিস্ফোরণের ফলেই কারখানার খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। পুলিশ অবশ্য বোমার প্রচুর মালমশলা উদ্ধার করলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

পুলিশ খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে বিস্ফোরণের পরেই পাঁচজন তরুণকে ঐ ঘর থেকে দৌড়ে পালাতে দেখা যায়। তাদের দুজনের মুখ পুড়ে গিয়েছিল।

ফরওয়ারড ব্লকও বাইরে থেকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সমর্থন করবে

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

ইউ এল ডি এফের এদিনের বৈঠকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন করা না করা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

জনসংঘ নিরপেক্ষ থাকবে

জনসংঘ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে, জনসংঘ সদস্য প্রত্যেকটি সমস্যার বিচার করে এবং দলের নীতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী ভোট দেবে।

রবিবার জনসংঘের পশ্চিমবঙ্গ কার্যকরী সমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনসংঘ মারকসবাদী অথবা অমারকসবাদী কোন সরকারকেই সমর্থন করবে না বলে স্থির হয়েছে। রাজ্য বিধানসভায় জনসংঘকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ-দানের জন্য বৈঠকে এই রাজ্যের জন-সাধারণকে অভিনন্দিত করা হয়।

প্রেসিডেন্ট-ভবনে আলোচনান্তে বেরিয়ে আসছেন 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবর, মোটরের বনেটে শোকচিহ্ন, কৃষ্ণপতাকা। সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে। [আনন্দবাজারের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত]

ওড়িশায় সরকার গঠনের উদ্যোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

তখনই স্পষ্ট বোঝা যাবে, রাজ্যের এখনই সরকার হচ্ছে কিনা—হলে কে বা কারা এই সরকার গঠন করবেন।

রাজনৈতিক দলের কাছে মহতাবের পত্র

ভুবনেশ্বর থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন, নব কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব আজ উৎকল কংগ্রেস, প্রজা সমাজবাদী দল ও সি পি আই-এর কাছে পৃথক পৃথক চিঠি পাঠিয়ে ওড়িশায় সরকার গঠনের জন্য নব কংগ্রেসকে সমর্থন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ওড়িশা নব কংগ্রেস আইনসভা দলের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকের পর বিধানসভায় ৩২ জন সদস্যবিশিষ্ট উৎকল কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা শ্রীনীলমণি রাউতরায়ের কাছে পাঠানো একটি পত্রে তিনি বলেছেন, আমি যতদূর জানি, উৎকল কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য সমাজবাদে বিশ্বাসী এবং জনগণের উন্নতির জন্য প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী।

তিনি আরও বলেছেন, এ অবস্থায় শ্রীজগজীবন রাম পরিচালিত কংগ্রেসে যোগদান করা এবং কেবল তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা নয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস যে নীতি গ্রহণ করেছে তা রূপায়নে সাহায্য করা উচিত কিনা তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

ওই পত্রের জবাবে শ্রীরাউতরায় ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে জানিয়েছেন যে, সরকার গঠন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত, তবে তিনি কংগ্রেসে ফিরে যেতে অক্ষম।

নব কংগ্রেসের পক্ষে ৬৯

নব কংগ্রেসের একজন নেতা আজ দাবী করেন, ১৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ৬৯ জন নব কংগ্রেসের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। এর মধ্যে নব কংগ্রেস দলের এম এল এ সংখ্যা ৫৪। বাকিরা নব কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি জানানো হয়েছে। এই খবর আমাদের ভুবনেশ্বর অফিসের।

আজ থেকে "লোকসভা সপ্তাহ"

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—আগামী সোমবার, ২২ মারচ থেকে সাত দিনের জন্য 'লোকসভা সপ্তাহ' পালন করা হবে।

লোকসভার নব নির্বাচিত স্পীকার এই সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন। লোকসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে জন-সাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

'লোকসভা সপ্তাহের' প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে আছে অভ্যর্থনা হলে সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী।

—পি টি আই

মুজিবর হাসছেন। শনিবার ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে এই ছবি তোলা হয়। —নিজস্ব-চিত্র

গোরখা লীগ. অ-মারকসবাদী সরকারে যোগ দেবে

নিজস্ব সংবাদদাতা

দারজিলিং, ২১ মারচ—আজ এখানে একটি জরুরী বৈঠকে গোরখা লীগ আনুষ্ঠানিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস ও অপরাপর গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে একযোগে একটি অ-মারকসবাদী সরকারে যোগ দেবে। তবে দলের এম এল এ-দের এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ছয় মাসের মধ্যে নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দান, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, নেপালীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণা প্রভৃতি দাবিগুলি মানা না হলে, তাঁরা যেন সরকারকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসেন।

সর্বভারতীয় গোরখা লীগের সম্পাদক শ্রীদেওপ্রকাশ রাই সর্বসম্মতভাবে গোরখা লীগ আইনসভা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে অ-মারকসবাদী সরকারকে সমর্থনের সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যপালকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

দলের দুইজন এম এল এ শ্রীদেও-প্রকাশ রাই ও শ্রীমদনকুমার প্রধান জেলা কমিটির সম্পাদক ডঃ জি এস গুরুং-এর সঙ্গে আগামীকাল কলকাতা যাচ্ছেন।

অজয়বাবুই মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

শ্রীঘোষ পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে প্রধান-মন্ত্রীর অন্যতম একজন উপদেষ্টা।

অজয়বাবু বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এদিন দিল্লিতে আলোচনা করেছেন।

প্রণববাবু আমাদের জানান, রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী সোমবার কলকাতায় বৈঠকে বসছেন। অজয়বাবু সেই বৈঠকে দিল্লির আলোচনার কথা প্রকাশ করবেন।

প্রণববাবু বলেন, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গে একটি অ-মারকসবাদী সরকার গঠনে ইচ্ছুক। এবং এজন্য আমরা সব রকম চেষ্টাও করে যাব। আর সি পি এম বিরোধী সমস্ত দলই আজ পশ্চিম-বঙ্গের বৃহত্তর স্বার্থে এই রাজ্যে একটি অ-মারকসবাদী সরকার গঠনে উদগ্রীব।'

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের একীকরণের সংবাদ উড়িয়ে দিয়ে প্রণববাবু বলেন 'ওরকম প্রস্তাব আমরা কখনও বিবেচনা করে দেখিনি।'

মহীশূরে অন্তর্বর্তী নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

দলের আইনসভা শাখার তীব্র সমালোচনা করেন শ্রীউরস। এ সপ্তাহের গোড়ায় শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের নেতৃত্বাধীন আদি কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পতনের উদ্দেশ্যে যেভাবে দলভারি করা হয়েছে, তিনি তারও নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, দিল্লিতে থাকা কালে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্যের সাংগঠনিক শাখার অভিমত যদি নব কংগ্রেস সংসদীয় বোরড গ্রহণ করেন তবে মহীশূরে অন্তর্বর্তী নির্বাচন আগে হবে, মন্ত্রিসভা নয়।

তিনি বলেন, দলের সাধারণ সদস্যরা তাঁর দল কর্তৃক নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেই শুধু আপত্তি জানাননি আইনসভার বহু আদি কংগ্রেস সদস্যকে গ্রহণেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

নব কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীউমাশংকর দীক্ষিতের সফর সম্পর্কে শ্রীউরস বলেন, রাজ্যের কয়েকজন নেতার অনুরোধে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরিস্থিতি দেখে গিয়েছেন।

শ্রীউরস বলেন, পাতিল মন্ত্রি-সভাকে গদিচ্যুত করার জন্য কেউ কেউ রাতারাতি দলের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করার চেষ্টা করেছেন। কেনা-বেচার ব্যবস্থা ছাড়া এ অলৌকিক কাণ্ড কী করে সফল হওয়া সম্ভব। তিনি মনে করেন এতে নব কংগ্রেস আইনসভা সদস্যদের সুনাম বাড়বে না।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

এয়ার লাইনসে লক আউট তুলে নেওয়া হতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

শ্রমমন্ত্রী শ্রীখাদিলকর পাইলট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজ কথাবার্তা বলেছেন।

কেন্দ্রীয় মুখ্য শ্রম কমিশনার শ্রীভেংকটচলম আজ ইনডিয়ান এয়ার লাইনসএর কর্মী এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি বলেন : আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যেতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সুন্দরম ছাঁটাই

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—ইনডিয়ান এয়ার-লাইনস কর্তৃপক্ষ শ্রী এন সুন্দরমকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাদরাজের অন্যতম ট্রাফিক অ্যাসিসটেন্ট শ্রী সুন্দরম এয়ার করপোরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের আঞ্চলিক সম্পাদক। কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর এক শো-কজ নোটিশ জারী করেছিলেন।

'নিয়মমাফিক কাজ' আন্দোলনের জন্য কর্তৃপক্ষ যে ১১ জন ইউনিয়ন নেতাকে সাসপেনড করেন শ্রী সুন্দরম তাঁদের অন্যতম। —ইউ এন আই

শিলং, ২০ মারচ—এক বিরাট বুনো হাতির আক্রমণে নওগাঁ জেলার ফরমাপাড় এবং ওকানথুপার অঞ্চলে চারজন প্রাণ হারিয়েছেন।

লোক গণনায় নিযুক্ত একজন কর্মচারী সৌভাগ্যজনকভাবে ওই হাতির আক্রমণ থেকে বেঁচে যান।

—ইউ এন আই

ঢাকায় ভুট্টো, প্রচণ্ড বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

শেখ মুজিবর বলেন : ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎকারে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমি ও প্রেসিডেন্ট দুজনেই এখন ঢাকায়।

সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন, 'বাংলা দেশ'-এর মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন। আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচতে চাই। এ দেশ আর কারো উপনিবেশ হিসাবে গণ্য হতে নারাজ।

এদিকে, জয়দেবপুরে অসামরিক লোকদের হত্যার জন্য ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে সামরিক বাহিনীর নিন্দা করেছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে কারফু বলবৎ রয়েছে।

পাক বেতার থেকে অবশ্য বেলা ১২টায় ৬ ঘণ্টার জন্য কারফু প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করা হয়। পরে বেলা ৬টায় আবার তা জারি করা হচ্ছে বলে পাক বেতারে জানানো হয়েছে।

জাতীয় আওয়ামী পারটির নেতা মৌলানা ভাসানি প্রেঃ ইয়াহিয়াকে মুজিবের চার-দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

চট্টগ্রামে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন : বাংলা দেশের জনগণ তাঁদের অধিকার অর্জনে বদ্ধপরিকর। এর জন্য তাঁরা সব রকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

সংবাদের সত্যতা অস্বীকার

রেডিওর খবরে আরও বলা হয়েছে, পিপলস পারটি পশ্চিম পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে বলে যে সংবাদ বেরিয়েছে তা ঠিক নয়। এটা বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার মাত্র। ওই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে পিপলস পারটির তথ্যসচিবের পক্ষে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

শেখ মুজিবরের সঙ্গে বিভিন্ন নেতার আলোচনা

জাতীয় আওয়ামী লীগের খান আবদুল ওয়ালি খান, কাউনসিল মুসলিম লীগের মিঞা মমতাজ মহম্মদ দৌলতানা গতকাল আলাদা আলাদাভাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরে ওই দুই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা নিজেদের মধ্যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। দৌলতানা পরে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের সভাপতি শ্রীনুরুল আমিনের সঙ্গেও কথা বলেন।

সেনাবাহিনী জয়দেবপুর ঘিরে রেখেছে

ঢাকা থেকে ২৪ মাইল দূরে জয়দেবপুরে এখন ২৪ ঘণ্টা কারফিউ চলছে। সেনাবাহিনী জয়দেবপুর ঘিরে রেখেছে। কেউই যাওয়া আসা করতে পারছে না। এমন কি সাংবাদিকরা পর্যন্ত জয়দেবপুরে ঢুকতে পারছেন না। উল্লেখ্য, এখানেই গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩০ জন নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

মুজিবের বাড়িই সরকারী ভবন

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খবর : শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাড়ি এখন পূর্ব বাংলার সরকারী ভবন। বিদেশী সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য দিনরাত সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন।

বন্দুক সমর্পণে নারাজ

পূর্ব বাংলায় যে-সব অসামরিক ব্যক্তির কাছে বন্দুক আছে, সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁরা তা জমা দিতে নারাজ। পুলিশ অফিসাররাও সেগুলি সংগ্রহ করতে অস্বীকার করেছেন।

শর্তাধীনে সিংহলের সম্মতি

সিংহল শর্তাধীনে পাকিস্তানী সামরিক বিমানগুলিকে বন্দরনায়ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নেমে তেল নিতে অনুমতি দিয়েছেন। সিংহলের পররাষ্ট্র মন্ত্রক পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছেন এবং সেনা পরিবহণের বড় রকমের চেষ্টা করা হলে তাতে বাধা দেবেন বলে মনে হচ্ছে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ঢাকায় রামায়ণ অবলম্বনে ছবি

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর উপর ভিত্তি করে ঢাকা ফিলম স্টুডিওতে একটি বাংলা চলচ্চিত্র প্রযোজনা করা হচ্ছে।

ছবিটির নাম কমলরানীর দীঘি। পরিচালক ইবনে মিজাণ। চরিত্রলিপিতে আছেন মিস কাবারি, জুলফিকার, রেজাকের মত যশস্বী অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

আজ নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—আগামীকাল এখানে নব কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির বৈঠক বসছে। বৈঠকে ই আই সি সি-র আগামী অধিবেশনের স্থান ও তারিখ স্থির করা হবে। ঐ অধিবেশনেই দলের নতুন সভাপতি নির্বাচন হওয়ার কথা।

সংসদের বর্তমান অধিবেশনের পরে সম্ভাবত দিল্লিতে এ আই সি সি (নব) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১০ ও ১১ এপরিল অধিবেশন বসার সম্ভাবনা। সেখানে দলের সভাপতি হিসাবে শ্রীজগজীবন রামের পদত্যাগ গ্রহণ করা হবে। ওয়াকিবহালসূত্রে জানা যায়—শ্রী ডি সঞ্জীবায়া দলের নতুন সভাপতি হবেন।

আদি কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্মকর্তা নির্বাচন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—অধ্যাপক শ্যামনন্দন মিশ্র আজ সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভায় আদি কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন। নতুন লোকসভায় আদি কংগ্রেসের ১৬ জন সদস্য আছেন।

আজ আদি কংগ্রেস সংসদ দলের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে রাজ্যসভার দলের নেতা নির্বাচিত হন শ্রী এম এস গুরুপদস্বামী। লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আগে অধ্যাপক মিশ্র রাজ্য-সভায় দলের নেতা ছিলেন।

শ্রীমোরারজী দেশাই সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

রাজ্যসভায় আদি কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন শ্রীচেংগালভেরায়েন। লোকসভায় দলের সহকারী নেতার নাম পরে ঘোষণা করা হবে। শ্রী সি সি দেশাইকে দলের কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে। দলের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীগণেশলাল চৌধুরী ও শ্রী কে এস চাভ্যা। লোকসভা ও রাজ্যসভায় দলের সচেতক (হুইপ) হলেন যথাক্রমে শ্রীদিগ্বিজয়নারায়ণ সিং এবং শ্রী আর এস দুগার।

অতিরিক্ত খরচ লাগবে না
গ্যারান্টির সঙ্গে সার্ভিস... মাত্র ২৪ ঘন্টায়
ফিলিপ্‌স্ দেয়
আপনার ফিলিপ্‌স্ যন্ত্রপাতির নির্ভরযোগ্য সার্ভিস।
আপনার ফিলিপ্‌স্ রেডিও, টি-ভি, এ্যামপ্লিফায়ার, রেকর্ডপ্লেয়ার, টেপরেকর্ডার, হিয়ারিং এড অথবা ফিলিশেভ ফিলিপ্‌সের সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসুন। যন্ত্রাংশ পাওয়া গেলে এখানে ২৪ ঘন্টায় আপনি পাবেন গ্যারান্টিযুক্ত সার্ভিস। আর এর জন্য আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই।
যন্ত্রাংশ পাওয়া গেলে আমদানি করা বিদেশী যন্ত্রপাতিরও সার্ভিস করা হয়।
ফিলিপ্‌স্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট
২, হেশাম রোড, (এলগিন রোড পোস্ট অফিসের কাছে) ভবানীপুর, কলিকাতা-২০
টেলিফোন : ৪৭-৩৩২১
কাজ নেবার সময় :
সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২-৪৫,
বেলা ১-৩০ থেকে বিকেল ৫টা
ফিলিপ্‌স্ সার্ভিস
আজকের জীবনগতির অনুরূপ প্রগতিশীল
সাধারণ ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত খোলা থাকে।
ফিলিপ্‌স্
ফিলিপ্‌স্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
CMPR-115R-203 Ben

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূপায়ন (সিনেমা) ৪৫-২৭৩৬ ২, ৫, ৮টা কলঙ্কিত নায়ক

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ২, ৪, ৭টা নানহা ফরিস্তা

যোগমায়া জয় জয়ন্তী (২য় সপ্তাহ)

জয়া চৈতালী

জেম হাসিনো কা দেবতা

রূপম নয়া দৌড়

বিনোদিনী প্রতিবাদ

পূরবাশ্রী হাসিনো-কা-দেবতা

রাধাশ্রী কাটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অতীন্দ্র সিনেমা কাটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অশোকা জয় জয়ন্তী

অলকা বিশ্বজিৎ— চৈতালী —তনুজা

উজ্জ্বলা সাধু আউর শয়তান

নারায়ণী কাটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

পার্বতী চৈতালী

সুরশ্রী গাওয়ার

শ্যামাশ্রী বাদশা

সর্বকালের সেরা ৩টি ছবি!
কালিকায় দিল দিয়া দর্দ লিয়া
ভবানী দো রাস্তে
বীণা ফুল আউর পথর

শহর ভেঙে পড়েছে জয় জয়ন্তী বাচ্চাদের দেখতে
গ্লোব ঃ উত্তরা ঃ পূরবী ঃ উজ্জ্বল

আজ গান্ধারের নতুন নাটক বুদ্ধদেব বসুর পুনর্মিলন মুক্ত অঙ্গনে সন্ধ্যা ৭টায় হলে টিকিট

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

নবীনা চৈতালী

চৈতালী
শ্রী প্রাচী ইন্দিরা

জনী মেরা নাম

সঙ্গীতমুখর পারিবারিক ছবি কাটি পতঙ্গ

রজত জয়ন্তী এখানে পিঞ্জর

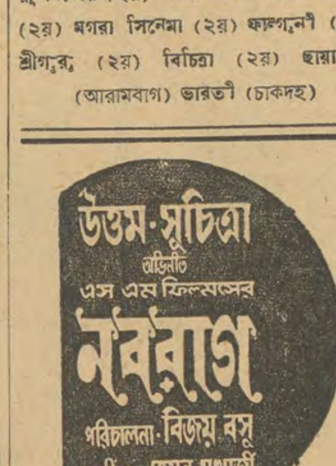
উত্তম-সুচিত্রা নবরাগ

মিনার ঃ বিজলী ঃ ছবিঘর

বাংলা কি ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারবে?

স্টাফ রিপোরটার

ক্রিকেট অনুরাগীদের একটি প্রশ্ন বাংলা কি ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারবে?

বাংলার হাতে ৯ উইকেট, ইনিংস পরাজয় বাঁচাতে হলে ২৫৫ রান দরকার। সোমবার খেলার শেষ দিন। সারাদিন ব্যাট করতে পারলে তবে ইনিংস হার বাঁচবে। কিন্তু বাংলার খেলোয়াড়দের মনের জোর নেই। ব্যাটিং-এ ভরসা প্রকাশ পোদ্দার, চুনী গোস্বামী ও গোপাল বসু। অধিনায়ক অম্বরের ওপর সবাই ভরসা হারিয়েছেন। কারণ রনজি ট্রফিতে ৫টি খেলাতে ৬টি ইনিংসে অম্বর রায় মোট ৭০ রানও করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং দেখে বাকি খেলোয়াড়দের কাছ থেকে খুব বেশী কিছু আশা করতে পারি না।

পি কে শিভালকর

বাংলার প্রথম ইনিংসের কথায় আসি। বোমবাই-এর ৪৫৯ রানের উত্তরে বাংলা প্রথম দফায় ১৫৮ রান করে। 'ফলো-অন' হয়ে বাংলা ১ উইকেটে ৪৬ রান তোলে। উভয় ইনিংসে প্রকাশ পোদ্দারের ব্যাটিংই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। দৃঢ়তার সঙ্গে মারার বল তিনি মেরেছেন। প্রথম ইনিংসে ৪৭ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ রানে অপরাজিত আছেন। এ বছর রনজি ক্রিকেটে প্রকাশের ব্যাটিং-এর তুলনা হয় না। বাংলার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হিসাবে তাকে অভিহিত করা চলে। তবে একটি কথা বলার আছে। রবিবার সকালে বোমবাই-এর লেগ স্পিনার ন্যাটা শিভালকরকে বড্ড বেশী সমীহ করেন। তার ফলেই শিভালকর বোলিং-এ প্রাধান্য দেখান, একটু মেরে খেললে শিভালকরের প্রাধান্য বাড়ত না। কারণ চুনী গোস্বামী প্রথম ইনিংসে পতনের মুখে পেস ও স্পিনকে যেভাবে খেলেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। চুনীর কভার ও একসট্রাকভার ড্রাইভ ছিল দর্শনীয়।

বাংলার ওপেনিং ব্যাটসম্যান দেব মুখারজি মিডিয়াম ফাসট বলে ভালই খেলে থাকেন। কিন্তু লেগ স্পিনে তিনি সুবিধে করতে পারেন না। তাই দুইবারই দেব মুখারজি শিভালকরকে উইকেট দিয়েছেন। শ্যামসুন্দর মিত্রের কাছে ক্রীড়ামোদীরা কিছু আশা করেছিল। কিন্তু সরট সিঙ্গলস নিতে গিয়ে রান আউট হন। ব্যাটটি যদি মাটিতে ছোঁয়াতেন, তাহলে রান আউট হতেন না। গোপাল বসুর খেলার দৃঢ়তা ছিল। তাড়াতাড়ি হিট করে রান তুলে পালাতে পারলেই বাঁচেন, এই ছিল তার খেলার ধারা।

'পিচে' স্পিন যে খুব বেশী নিয়েছে এবং ব্যাটসম্যানদের খেলতে যে খুব অসুবিধা হয়েছে তা নয়। দেখেশুনে খেললে শিভালকর এত কম রানে (৩৬) পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তিনটি বলে কোন রান না দিয়ে একটি উইকেট পেতেন না। দ্বিতীয় ইনিংসের শিভালকরের 'গুগলি' লেগে ঘোরাতে গিয়ে অবথা দেব মুখারজি এল বি ডবলিউ হন।

সব শেষ কথা বাংলার ইনিংস পরাজয় এড়ান খুবই কষ্টকর এবং খুব বেশী আশা করা ঠিক হবে না। ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে। কারণ বোমবাই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হোক বা না হোক প্রথম ইনিংসের এগিয়ে যাওয়ার ফলাফলেই তারা ফাইনালে উঠবে।

স্কোর

বোমবাই—১ম ইনিংস: ৪৫৯ (পারকার ১০১, সম্পত ১৪১; দোসী ৭২ রানে ৩ উইঃ)

বাংলা—১ম ইনিংস

দেব মুখারজি ক কোলি ব শিভালকর	২৩
পি সি পোদ্দার ব শিভালকর	৪৭
জি বসু ক রেগে ব ইসমাইল	১৭
ডি মিত্র ক কোলি ব শিভালকর	০
এস এম মিত্র রান আউট	৫
অম্বর রায় ক মেটা ব পাই	১৬
চুনী গোস্বামী নট আউট	৩৪
সুব্রত গুহ স্ট্যাম্পড ব শিভালকর	৬
কে চৌধুরী এল বি ডবলিউ ব শিভালকর	০
দিলীপ দোশী ক এস নায়েক ব রেগে	৪
এ ভট্টাচার্য ক হাজারে ব রেগে	০
অতিরিক্ত	৬
	১৫৮

উইকেট পতন: ১।৬১ (দেব মুখার্জি), ২।৭২ (পোদ্দার), ৩।৭২ (ডি মিত্র), ৪।৮৬ (শ্যামসুন্দর), ৫।১০৫ (জি বসু), ৬।১১৭ (এ রায়), ৭।১৪৯ (এস গুহ), ৮।১৪৯ (কে চৌধুরী), ৯।১৫৮ (দোশী), ১০।১৫৮ (অলোক ভট্টাচার্য)।

বোলিং: এ এম পাই ১৯-৭-৩৯-১; এ ইসমাইল ২১-৩-৩৮-১; শিভালকর ২৯-১৭-৩৬-৫; রেগে ১৬.৩-১০-১৪-২; কোলি ৬-৪-১৩-০; এ মেটা ৭-৩-১২-০।

বাংলা ২য় ইনিংস

দেব মুখারজি এল বি ডবলিউ শিভালকর	১৪
পি সি পোদ্দার নট আউট	৩১
অতিরিক্ত	১
মোট (১ উইঃ)	৪৬

প্রথম ডিভিসন হকি থেকে পুলিশের বিদায়

স্টাফ রিপোরটার

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ থেকে পুলিশ বিদায় নিল। রবিবার গ্রীয়ারের কাছে ১—০ গোলে পুলিস হার স্বীকার করায় দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গেছে। আরও একটি দল প্রথম ডিভিসন থেকে নামবে। সম্ভবত সেই দলটি হচ্ছে আরমেনিয়ান। কাগজে-কলমে আজকে আরমেনিয়ানকে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামাতে পারছি না, কারণ এখনও তাদের দুটি খেলা বাকি—এনটালি ও ওয়েসট বেঙ্গল পুলিস। তারা যদি এই দুটি খেলা থেকে ৪ পয়েনট পায় এবং উয়াড়ি যদি বাকি একটি খেলায় হেরে যায় তাহলে দু দলকে অবনমনের খেলায় আবার প্রতিযোগিতা করতে হবে।

এইদিন স্পোরটিং ইউনিয়ন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। উয়াড়ির সঙ্গে ২—২ গোলে খেলা শেষ করে তারা ১৭ খেলায় ১১ পয়েনট পেয়েছে। কিন্তু উয়াড়ির ভয় এখনও কাটেনি, তাদের ১৭টি খেলায় ১০ পয়েনট। শেষ খেলায় পোরটের সঙ্গে ড্র করলে তারা নামার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। আর যদি আরমেনিয়ান ২টি খেলায় ১ পয়েনট হারায় তাহলে আর পয়েনটের প্রয়োজন হবে না।

বাকি দুটি খেলায় কাসটমস এনটালির সঙ্গে এবং রাজস্থান এরিয়ানের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে। এরিয়ানের কাছে এটি মূল্যবান পয়েনট। কারণ তারা ১৪টি খেলায় ১১ পয়েনট পেল।

পেনালটি পুসে জয় পরাজয়

পুলিস ও গ্রীয়ারের খেলাটিতে প্রথমার্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিটে গ্রীয়ারের বি রায়চৌধুরী গোল করার উপক্রম করলে পুলিসের পি রায় তাকে অবৈধভাবে বাধা দেন। আমপায়ার পেনালটি পুসের নির্দেশ দেন। এস ব্যানারজি পেনালটি পুসে গোল করেন।

চেতান চৌহানের ১৪৭

মহীশূর ২৭৪ রান করলে বিজয়ী হবে

পুণা, ২১ মারচ—রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের খেলা তৃতীয় দিনের শেষে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে শেষ দিনে যদি মহীশূর দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৪ রান করতে পারে তা হলে বিজয়ী হবে।

মহীশূর দল প্রথম ইনিংসেই ২৯ রানে এগিয়ে আছে। কিন্তু তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩১৫ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মহারাষ্ট্র দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান চেতান চৌহান ১৪৭ রান করে ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। মহীশূর দল ২৮৭ রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও কোন উইকেট না হারিয়ে ১৩ রান করে।

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংস—২১০ রান।
মহীশূর প্রথম ইনিংস—২৩৯ রান।
মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংস—৮ উইঃ ৩১৫ রান (চেতান চৌহান ১৪৭, মধু গুপ্তে ৪৭, কান্তিকর ৩৩, কাবাডি ৩৬; চন্দ্রশেখর ১১০ রানে ৫টি, বিজয়কৃষ্ণ ১৫ রানে ২টি উইকেট)।

মহীশূর দ্বিতীয় ইনিংস

ভি বিজয়কুমার নট-আউট	৭
বি রঘুনাথ নট-আউট	৪
অতিরিক্ত	২
(বিনা উইকেটে)	১৩

বোলিং—আনোয়ার শেখ ৪—১—৬—০; আসক খাঁ ৩—১—৫—০।

—পি টি আই

বিশ্ব হকি কাপ

ভারতে খেলা হলে পাকিস্তান খেলবে না

করাচী, ২১ মারচ—পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সভাপতি লেঃ জেনারেল আজহার খান ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্ব কাপ হকি খেলার ব্যবস্থা যদি ভারতে করা হয় তা হলে পাকিস্তান খেলবে না। গত মাসে বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা লাহোরে হবার কথা ছিল, কিন্তু পাকিস্তান ভারতীয় দলকে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় খেলা স্থগিত হয়। এই সপ্তাহে ব্রাসেলসে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সভা হবে। ওই সভায় বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা কোথায় হবে তা স্থির হবে। এই সভায় পাকিস্তানের যে প্রতিনিধি যোগদান করছেন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, খেলা ভারতে যদি করার ব্যবস্থা হয় ত হলে তিনি যেন ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান তা বর্জন করবে।

—পি টি আই

দর্শক প্রশংসাধন্য ৪র্থ সপ্তাহ...
বিশ্বজিৎ • মৌসুমী অভিনীত
আর্ট মুভিজের
প্রতিবাদ
রাধা • পূর্ণ • সুচিত্রা
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৸, ৮৸) (বেহালা)
পরী ॥ বিনোদিনী ॥ শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) ॥ ছায়াবাণী ॥ বনফুল ॥ শ্যামা টকীজ ॥ চিত্রভান ॥ গ্র্যান্ড (কটক)

লুইসের দর্শনীয় ব্যাটিং

ওয়েসট ইনডিজ ৩৬৩ ভারত ২ উইঃ ১৯২

জরজটাউন, ২০ মারচ—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের তৃতীয় টেসট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত ওয়েসট ইনডিজের প্রথম ইনিংসের ৩৬৩ রানের উত্তরে এক উইকেটে ১১৪ রান তুলেছে।

দ্বিতীয় দিনের খেলা যখন শুরু হয়, তখন উইকেট কিছুক্ষণ সজীব ছিল এবং মধ্যাহ্নভোজের আগে এই ১০৫ মিনিট সময়ে ভারতীয় স্পিনাররা ওয়েসট ইনডিজের ব্যাটসম্যানদের অনেকটা নিষ্প্রভ করে রেখেছিলেন। প্রথম ঘণ্টায় ভারতীয় বোলাররা গত দিনের রানের সঙ্গে ২৫ রান যোগ হবার মধ্যেই ২ জন ওয়েসট ইনডিজ ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিয়ে খেলায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর ১৫ মিনিট ধরে এক পশলা হাল্কা বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ থাকে।

মধ্যাহ্নভোজের সময়ে ওয়েসট ইনডিজের ৮ উইকেটে ২৯১ রান যোগ হয়। লুইস ২৯ এবং গিবস ১৫ রানে অপরাজিত থাকেন। মধ্যাহ্নভোজের পর গিবস ২৫ রানে রান আউট হলে লুইস ইনিংসের পতন আসন্ন দেখে উইকেটের চারি দিকে পিটিয়ে খেলে দ্রুত রান তুলে দেন।

ভারতের প্রথম ইনিংস

অশোক মাঁকড় এবং সুনীল গাভাসকার সূচনায় তেমন আস্থা নিয়ে খেলতে পারেননি। সুনীল ৬ রানের মাথায় শিলিংফোরডের বলে দ্বিতীয় স্লিপে সোবারসের হাতে ক্যাচ দিয়ে রেহাই পান। ৩৭ রানের মাথায় সুনীল দ্বিতীয় দফায় আরও একটি আউট হবার সুযোগ দেন। গিবসের বলে লেগ স্লিপে ক্যারু এই ক্যাচটি হাতে রাখতে পারেন না। মাঁকড় ২১ রানের মাথায় সোবারসের বল খেলতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে যে ক্যাচ দেন ডেভিস সে ক্যাচটি শুয়ে পড়ে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হন। চা পানের বিরতির সময়ে ভারতের বিনা উইকেটে ৪৬ রান ওঠে। অশোক ২৮ এবং সুনীল ১৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূচনায় সুনীল এবং অশোক তেমন দৃঢ়তার পরিচয় দিতে না পারলেও পরবর্তী পর্বে তাঁদের ব্যাটিং নির্ভুল হয়। বিশেষ করে অশোক মারার কোন বলই ছেড়ে দেন না।

চা পানের বিরতির পর দলের ৭২ এবং নিজের ৪০ রানের মাথায় নরিজা তাঁর পঞ্চম ওভারে অশোককে বোলড আউট করেন। ৪০ রানের মধ্যে অশোক ৪ বার বাউন্ডারি সীমানার বাইরে বল পাঠান।

ডুরানী আহত থাকায় অশোক আউট হলে ওয়াড়েকর মাঠে নামেন। নরিজার বলে প্রথম দিকে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে কাটালেও ধীরে ধীরে তিনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে নরিজার বলে উপর্যুপরি দুটি বাউনডারি মারেন। দিনের শেষে ভারতের এক উইকেটে ১১৪ রান ওঠে। সুনীল ৪৮ রানে এবং অজিত ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ৪৮ রানের মধ্যে সুনীলের ৬টি বাউনডারি উল্লেখের দাবী রাখে।

তৃতীয় দিনের খেলা

দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত প্রথম ইনিংসে ১ উইকেটে ১১৪ রান করে। গাভাসকার ৪৮ রান ও ওয়াড়েকর ১৬ রান করে নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে গিবস ও সোবারস উভয় দিক থেকে বল করেন। গিবসের প্রথম ওভারে গাভাসকারের বিরুদ্ধে মেডেন হয়। সোবারসের বলে গাভাসকার ১ রান করেন। সোবারসের প্রথম ওভারের শেষ বলে ওয়াড়েকর আউট হন (১১৬-২-১৬)। বিশ্বনাথ খেলায় যোগদান করেন। গিবসের বলে ২ রান করলে গাভাসকারের ১২১ মিনিটের খেলায় ৫১ রান হয়। আধ ঘণ্টার খেলায় ভারতের ৯ রান যোগ হয়। বিশ্বনাথ তখনও কোন রান করতে পারেন না। কিন্তু এর পরে রান উঠতে আরম্ভ করে।

গাভাসকার ও বিশ্বনাথ সমানে পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করেন। মধ্যাহ্নভোজের সময় গাভাসকার ৯৬ রান ও বিশ্বনাথ ২১ রান করে নট আউট থাকেন। ভারতের ২ উইকেটে ১৯২ রান হয়।

স্কোর

ওয়েসট ইনডিজ—প্রথম ইনিংস

আর ফ্রেডারিকস ক আবিদ আলি ব ভেঙ্কটরাঘবন	৪৭
এম ক্যারু ক মাঁকড় ব ডুরানী	৪১
আর কানহাই ক কৃষ্ণমূর্তি ব বেদী	২৫
সি লয়েড রান আউট	৬০
সি ডেভিস এল বি ডবলিউ ব সোলকার	৩৪
জি সোবারস ক ভেঙ্কটরাঘবন ব বেদী	৪
ডি লুইস নট আউট	৮১
কে বয়েস ক গাভাসকার ব ভেঙ্কটরাঘবন	৯
জি শিলিংফোরড ক বেদী ব ভেঙ্কটরাঘবন	৫
এল গিবস রান আউট	২৫
জে নরিগা রান আউট	৯
অতিরিক্ত	২৩
মোট	৩৬৩

উইকেট পতন—১/৭৮, ২/১১৯, ৩/১৩৫, ৪/২১৩, ৫/২২৬, ৬/২৩১, ৭/২৪৬, ৮/২৫৬, ৯/৩৪০

বোলিং—আবিদ আলী ১৩-২-৫-৪২-০; সোলকার ১৭-৩-৩৪-১; ভেঙ্কটরাঘবন ৫৯-১৪-১২৮-৩; বেদী ৫৫-১৮-৮৫-২; ডুরানী ১৪-৩-৫১-১

ভারত ১ম ইনিংস

অশোক মাঁকড় ব নরিজা	৪০
সুনীল গাভাসকার নট আউট	৯৬
অজিত ওয়াড়েকর ব সোবারস	১৬
জি বিশ্বনাথ নট আউট	২১
অতিরিক্ত	১৯
মোট (২ উইঃ)	১৯২

উইকেট পতন—১।৭২, ২।১১৬। (মধ্যাহ্নভোজের সময়)

ইসটারন রেল ও এম ই জি বাঙ্গালোরের খেলা ড্র

কোচিন, ২১ মারচ—নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউনডের কলকাতার ইসটারন রেল ও বাঙ্গালোরের এম ই জি দলের খেলা ড্র হয়েছে। কোনপক্ষই গোল করতে পারেনি। এই খেলা সোমবার আবার হবে।

—পি টি আই

সোমবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ—ইসটবেঙ্গল ঃ ই আর এস সি (ইসটবেঙ্গল—৪টা), ই আর এ এ ঃ মহঃ স্পোরটিং (ক্যালকাটা—৩টা), মোহনবাগান ঃ খালসা ব্লুজ (ক্যালকাটা—৪টা), কাসটমস ঃ গ্রীয়ার (ইসটবেঙ্গল—৩টা)। **দ্বিতীয় ডিভিসন**—পানজাব স্পোরটস ঃ অরোরা (ডবলিউ বি ডি প্রেস), খালসা স্পোরটিং ঃ ক্যালকাটা পারশী (রেনজারস)। **তৃতীয় ডিভিসন**—আই বি এ সি ঃ ইসট ক্যালকাটা (গ্রীয়ার), বি ই কলেজ ঃ হিন্দুস্থান মিত্র (টাউন), গুরুদাস ইন ঃ এ ডি সি স্কুল (মহঃ স্পোরটিং)। **অফিস লীগ**—স্টেট ব্যাংক ঃ আর ডি ফুড (ভবানীপুর), জি আই প্রেস ঃ গেসটেটনার ওয়াই এম সি এ), মেটাল বকস ঃ রেমিংটন র‍্যানড (রাজস্থান)।

অদ্বিতীয় ফরমুলা....অসাধারণ ওষুধ
বিনা অস্ত্রোপচারে অর্শের সঙ্কোচন ও অপসারণ করে
চুলকানি বন্ধ করে, কয়েক মিনিটেই যন্ত্রনার উপশম হয়

নিউ ইয়র্ক—বিজ্ঞান এখন এক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছে—যাতে, খুব বাড়াবাড়ি রকমের অর্শ ছাড়া, সব অর্শ সত্যিই, সঙ্কুচিত হয়ে সেরে যায়—অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। এই দিয়ে, একের পর এক বহু অর্শরোগীর "বিশেষ আশ্চর্য রকমের উন্নতি" হয়েছে বলে জানা যায় এবং একথা যে সত্যি তা ডাক্তাররা পরখ ক'রে দেখে স্বীকার করেছেন। এতে অবিলম্বে জ্বালা—যন্ত্রণা ও চুলকানির উপশম হয়েছে, আর সত্যি সত্যিই অর্শ-সঙ্কুচিত হ'য়ে সেরে যেতে দেখা গেছে। বাস্তবিক, এটি এতই ফলপ্রদ ওষুধ যে—১০ থেকে ২০ বছরের পুরোনো রোগীরাও এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে বলেছেন, "অর্শ আজ আর কোনো সমস্যাই নয়!" এত ফলদায়ক, অথচ এতে এমন কোনো জিনিষ নেই—যা শরীর আচ্ছন্ন করে, চেতনা নাশ করে বা পেশী সঙ্কুচিত ক'রে অসাড় ক'রে দেয়।

অর্শের এই নতুন ওষুধের নাম প্রেপারেশন এইচ* (মলম)। অর্শের সঙ্কোচন করা ছাড়া, প্রেপারেশন এইচ, পিচ্ছিল করে, জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম করে এবং মলত্যাগের সময়ের যন্ত্রণা কমিয়ে দেয়।

আপনার কেমিষ্টকে প্রেপারেশন এইচ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করুন। ৩০ গ্রা ও ৫০ গ্রা টিউবে (অ্যাপ্লিকেটর সহ) পাওয়া যায়।

* রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ, বোম্বাই ৭.

উত্তর প্রদেশ স্টেট লটারি

লক্ষ্ণৌতে ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার ৮,০০,০০০৲ টাকা টিকিট নং A—314683

দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫,০০০৲ টাকা টিকিট নং
A—358790 B—840023 C—634214 D—599122 E—317911

তৃতীয় পুরস্কার ৫,০০০৲ টাকা টিকিট নং
A—169734 B—279567 C—150049 D—037142 E—341566
A—686462 B—464085 C—633842 D—089732 E—577187

সান্ত্বনা পুরস্কার ১০০৲ টাকা— প্রত্যেক সিরিজে ৫০০টি পুরস্কার। যে সমস্ত টিকিটের নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা নিম্নরূপ সেগুলির প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইবে ঃ

A—0817	B—0333	C—1762	D—0632	E—0050
A—3756	B—2980	C—4228	D—1971	E—4335
A—5153	B—5782	C—5484	D—3358	E—5340
A—5472	B—5916	C—8841	D—4718	E—5640
A—7761	B—6867	C—9955	D—5760	E—8152

বিশেষ পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১০০০৲ টাকা টিকিট নং ঃ B—314683 C—314683 D—314683 E—314683

যে সকল এজেন্ট ১৪শ খেলায় বিশেষ পুরস্কার পাইবেন, তাঁহাদের নামের তালিকা ও বিক্রীত টিকিটের সংখ্যা

১। মেসার্স ইন্দ্রকুমার চাওলা, ৩ খুরশীদ মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লি ২,৮৯,০০০
(ক) মেসার্স জে দত্ত, ৩২, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(খ) মেসার্স ভীরা এজেন্সী, মহাত্মা গান্ধী মার্গ, কলিকাতা-৭
[illegible]

৫। শ্রীরাধেশ্যাম, বান্দা ৬৮,২৫০
৬। মেসার্স অজয়রাজ লটারি এম্পোরিয়াম, মিসামো বাজার, কানপুর-১২ ৬০,৯৫০
(ক) শ্রীঅনুপকিশোর শর্মা, পিতা শ্রী জে এন শর্মা, ...
[illegible]

দ্রষ্টব্য ... টাকা, ৭৫০৲ টাকা, ৫০০৲ টাকা এবং ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

অন্যান্য অগ্রণী এজেন্ট

১। শ্রীরাজেন্দ্র যশোরিয়া, ২৪, গোয়ালিয়র রোড, আগরা; ২। শ্রীব্রিজকিশোর, ব্রিজ ঘি স্টোর, মথুরা; ৩। শ্রীমহেশপ্রসাদ লোকনাথ, স্টেশন রোড, রায়বেরিলি; ৪। শ্রীধরমপ্রকাশ আগরওয়াল, কেঃ/অঃ মডার্ন পাবলিশিং হাউস, রেলওয়ে রোড, আলিগড়; ৫। শ্রীমদনলাল অরোরা, প্রোঃ কমল এজেন্সী, মির্জাপুর; ৬। শ্রী কুলদীপকুমার মেহরোত্রা, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ; ৭। শ্রীমহঃ আমিন, মৌনাথভঞ্জন, আজমগড়; ৮। মেসার্স পি সি কাপুর, গভঃ লটারী টিকিট এম্পোরিয়াম, ৫, রাজপুর রোড, দেরাদুন; ৯। শ্রীবসন্তলাল সা, প্রেম ফার্মেসী, দি মল, নৈনীতাল; ১০। মেসার্স কাক্কার অ্যান্ড ভূত কোম্পানী, এলাহাবাদ; ১১। শ্রীমহেন্দ্রকুমার, মজঃফরনগর।

দ্রষ্টব্য—মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য সংবাদপত্রসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক ভুল নম্বর মুদ্রণের জন্য উত্তর প্রদেশ স্টেট লটারী দায়ী থাকিবেন না।

১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে এলাহাবাদে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী (১৫শ) খেলায় আনুমানিক ১১½ লক্ষ টাকার আকর্ষণীয় পুরস্কার!

পুরস্কারের মোট সংখ্যা	...	৬০০০
১ম পুরস্কার	...	২,০০,০০০৲ টাকা
২য় পুরস্কার	...	৭৫,০০০৲ টাকা (একটি) প্রতি সিরিজে
৩য় পুরস্কার	...	১০,০০০৲ টাকা (দুইটি) প্রতি সিরিজে
৪র্থ পুরস্কার	...	১০০০৲ টাকা (কুড়িটি) প্রতি সিরিজে

প্রতি সিরিজে ১০০৲ টাকার দুই হাজার সান্ত্বনা পুরস্কার। প্রতি ৫০০টি বিক্রীত টিকিটের জন্য একটি পুরস্কার গ্যারান্টিপ্রদত্ত। উত্তরপ্রদেশ সরকারের সমস্ত ট্রেজারী, অন্যান্য রাজ্যে উত্তরপ্রদেশ হ্যান্ডিক্র্যাফটস এম্পোরিয়ামে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য যথাক্রমে ৭½% এবং ২½% বোনাস।

ডিরেক্টর, স্টেট লটারী, উত্তরপ্রদেশ, লক্ষ্ণৌ ফোন ঃ ২৩৬৪২

রবিবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখারজি ভাষণ দিচ্ছেন। পাশে শ্রীনলিনচন্দ্র ব্যানারজি প্রমুখ। —নিজস্ব-চিত্র

পূর্ব বাংলায় সেনা পাঠাতে বৃটিশ ঘাঁটি ব্যবহার

নয়াদিল্লি, ২১ মারচ—পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে আকাশ ও সমুদ্রপথে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাওয়ার জন্য মালদ্বীপে গানে অবস্থিত ব্রিটিশ ঘাটিটি ব্যবহার করছেন বলে ওয়াকিবহাল মহলের খবর।

ওই মহলেরই খবর কয়েকটি পাক সামরিক পরিবহণ বিমান গত কয়দিনে ঢাকা যাবার পথে জ্বালানি নেবার জন্য এই ঘাটিতে এসে অবতরণ করেছে।

সিংহল সরকার তাঁদের বন্দর দিয়ে পাক সামরিক বাহিনী ও অস্ত্র-শস্ত্র চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর গত সপ্তাহে পাকিস্তান কলমবো থেকে ৬০০ মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই ঘাটিটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন।

কূটনৈতিক মহল বলছেন যে, গানের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার অনুমতি চাওয়ার সময় পাকিস্তান সেনটো চুক্তির শর্তাবলীর সাহায্য নিয়েছে।

এই চুক্তি বলে যে কোন সদস্য দেশ বিদ্রোহ ও অন্তর্ঘাত দমনের জন্য অপর একটি সদস্য দেশের সুযোগ সুবিধা নিতে পারে। —পি টি আই

অন্তর্ভারতীর বার্ষিক শিবির

এবার 'অন্তর্ভারতী'র পঞ্চম জাতীয় যুব শিবির বসবে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলায় 'সোমনাথ'-এ। ১৯ মে শিবির শুরু হচ্ছে। বিশিষ্ট সমাজসেবী মুরলীধর দেবিদাস শিবির পরিচালক। ৪ ঘণ্টা কায়িক শ্রম যোগদানেচ্ছুদের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম। ছাত্র শিক্ষক, সমাজসেবীদের জন্য এই শিবির। আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ঃ সম্পাদক, অন্তর্ভারতী, ৪৩০—শনিবার পথ, পুণা-৩০।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ

সারভিসেস দল চ্যাম্পিয়ন

আমবালা, ২১ মারচ—আজ রাত্রে জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার সকল লড়াই শেষ হয়েছে। গত কয়েক বছরের চ্যামপিয়ন সারভিসেস দল পুনরায় চ্যামপিয়ন হয়েছে। তারা ১১টি বিভাগের একটিতেই বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। ত চার বছরের মধ্যে তৃতীয়বার সারভিসেস দল ১১টি বিভাগের চ্যামপিয়ন হয়েছে। সারভিসেস দল ৫৫ পয়েন্ট পেয়েছে ও রেলওয়ে দল ২৩ পয়েনট পেয়ে রানারস আপ হয়েছে। সারভিসের ভেনু শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। রেলওয়ে দলের এ পি মুর্তি বিজিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়েছে।

গত বছরের চ্যামপিয়ন বিশ্বকরমা, নারায়ণ ও হাওয়া সিং (সকলেই সারভিসের), যথাক্রমে লাইট ফ্লাইওয়েট, ফ্লাইওয়েট ও হেভী ওয়েটে বিজয়ী হয়েছে। অন্যান্য বিভাগে নতুন চ্যামপিয়ন হয়েছে কে মোরে (ব্যানটম ওয়েট), নাম বাহাদুর (ফেদারওয়েট), এম ভেনু (লাইট ওয়েট), মণিকুমার রায় (লাইট ওয়েলটার), মুন সিং (ওয়েলটার), নাগিন্দর সিং (লাইট মিডিল ওয়েট), ভগবান সিং (মিডিল ওয়েট), মেহেতার সিং (লাইট হেভী ওয়েট)। —পি টি আই

আইনকে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে

— প্রধান বিচারপতি শ্রীমুখারজি

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখারজি উদ্বোধনী ভাষণে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, আইন যদি পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলতে না পারে তাহলে আইন ও স্বাধীনতা উভয়েরই বিপদ অনিবার্য।

তিনি বলেন, আধুনিক সমাজে বিশেষ করে ভারতের মত উন্নতিকামী দেশের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ আইন একান্ত প্রয়োজন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, হিংসা ও অশান্তি আইনের পরিপন্থী. এতে আইনের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে ব্যবধান ও অসাম্য রয়েছে তা দূর করে নতুন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে তার উপযোগী আইনের প্রয়োজন খুব জরুরী।

শ্রীবসন্তকুমার পান্ডা ক্ষোভ করে বলেন, ইদানীং সংসদের কতিপয় সদস্যের মধ্যে সুপ্রিম কোরটের কোন কোন বিচারপতির মর্যাদা হানি করে সুপ্রিম কোরটের সম্মান ও কর্তৃত্ব খর্ব করার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাংক জাতীয়করণ অরডিনানস ও রাজন্য ভাতা বিলোপ সংক্রান্ত মামলার উল্লেখ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র ব্যানারজি সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীঅরুণ দত্ত প্রমুখ বক্তৃতা দেন।

ইলা ইজা ইমপের চিত্র অপসারণের দাবি

কলকাতা হাইকোরটে প্রধান বিচারপতির কক্ষে আজও স্যার ইলা ইজা ইমপের চিত্র রাখা হয়েছে বলে সম্মেলনে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সুপ্রিম কোরটের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার ইমপে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, এটি জাতির পক্ষে লজ্জার। অবিলম্বে এই চিত্রটি অপসারণের দাবি করা হয়।

বিকলাঙ্গদের সমস্যা সমাধানে সমবেত প্রচেষ্টার আহ্বান

স্টাফ রিপোরটার

বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস উপলক্ষে রবিবার রামকৃষ্ণ দাস লেনে অলকেন্দু বোধ নিকেতনের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অলকেন্দু বোধ নিকেতন মানসিক রোগগ্রস্থ ও বাকদুষ্ট বালক-বালিকাদের একটি প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডাঃ বি এন রায় তাঁর বিবরণীতে কিভাবে এই সংস্থা নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মানসিক বিকারগ্রস্থ ছেলেদের চিকিৎসা ও শিক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গদের সামগ্রিক অবস্থা বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ। এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের ঠিকমত যদি চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় এদের পক্ষেও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আছে।

প্রধান অতিথি ডাঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি বলেন, গভীর নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ এবং শিক্ষক, অভিভাবক, চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজসেবী, রাষ্ট্র ও সমাজের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

সর্বশ্রী গৌরকিশোর ঘোষ অধ্যাপক কালীপদ চক্রবর্তী এবং ডাঃ মধুসূদন পালও বক্তৃতা করেন।

সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন যে, সমাজের বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের মত আরও অনেক সংস্থার প্রয়োজন আছে। জনসাধারণের মধ্যে এইসব বিকলাঙ্গ শিশুদের সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়াই হচ্ছে এই দিবস উদ্‌যাপনের সার্থকতা।

অনুষ্ঠানের শেষে শ্রী বি এন অধিকারীর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী হয়।

ভাসকো স্পোরটস ক্লাব গোলড কাপ বিজয়ী

পানজি, ২১ মারচ—দয়ানন্দ বন্দোদকর গোলড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় ভাসকো স্পোরটস ক্লাব ১—০ গোলে ডেমপো ক্লাব দলকে হারিয়ে কাপ বিজয়ী হয়েছে। বিজয়সূচক গোলটি খেলা শেষ হবার ১০ মিনিট আগে ভাসকো দলের কার্তিত করেন।

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

ভগবান রামকৃষ্ণের পথেই নব জাগরণ সম্ভব

শনিবার, ২০ মারচ, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের উদ্যোগে উত্তর কলিকাতায় ৫৮, বিধান সরণিতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দুইদিন ব্যাপী আবির্ভাব উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করে অধ্যাপক শিবনাথ চৌবে বলেন, "দরিদ্রের সেবাই ঈশ্বর উপাসনা, এই উপদেশ কথায় ও কাজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মত আর কেউ জগতকে দেননি। তাঁর সর্বোত্তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের নতুন জীবনদর্শন লাভ করেন গুরু রামকৃষ্ণের কাছ থেকে।" চীনা দুহিতা কুমারী লীনা ইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লৌকিক জীবনের বহু মহৎ কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ভারত-আত্মার বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি।" সাম্প্রতিক কালের দুর্গতির কথা স্মরণ করে অধ্যাপক আবদুল আলি স্বামী বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করেনঃ "এই ভারত পুনর্বার জাগ্রত হইবে এবং যে মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছসিত করিয়া মুক্তি পথে লইয়া যাইবে।" বিশিষ্ট যুবনেতা শ্রীউইলসন্ রেজে বলেন, "ভগবান রামকৃষ্ণের পথেই ভারতে নবজাগরণ সম্ভব।" অধ্যাপক শক্তি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন।

উৎসব উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের যুব ও ছাত্রকর্মীরা বিভিন্ন হাসপাতালে অসুস্থদের মধ্যে ফল বিতরণ, দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মহৎ গ্রন্থাবলী বিতরণের ব্যবস্থা করেন। ভক্তিমূলক সংগীতাঞ্জলিতে অংশ গ্রহণ করেন সোমা বসু, পূরবী চক্রবর্তী, সুজিত দাস, সমর সরকার সুভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। পণ্ডিত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ এবং বেদমন্ত্র পাঠ করে ঠাকুরের অগণিত ভক্তবৃন্দের শুভ কামনা করেন।

JUST 3 MINUTES PLEASE!

৩ মিনিটেই এই বাণীটি পড়া হয়ে যাবে।
১৮০০ বছর আগে রোমক ব্যঙ্গরসিক জুভেনাল বলেছিলেন—সুস্থ দেহে সুস্থ মন।
আমাদের যুগে এই আদর্শটি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তা জীবন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে।
আর্টিকল ৩৫'তে বলা হয়েছে ঃ "জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের নিজের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। কাজ করার ও জীবনযাত্রার, জনস্বাস্থ্যের সুপরিকল্পিত উন্নতিবিধান, বিশদ সামাজিক নীতি, শারীরচর্চা, স্কুলের ও সাধারণের খেলাধুলা ও দেশভ্রমণের উন্নতিসাধনের ভিতর দিয়ে এই অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ঐহিক নিরাপত্তা, অসুস্থ হলে ও দুর্ঘটনায় পড়লে চিকিৎসা সাহায্য ও চিকিৎসার অন্যান্য সুবিধা বিনা ব্যয়ে দেওয়া হয় সামাজিক বীমা পদ্ধতির ভিত্তিতে।"
একথা সত্য, জি. ডি. আর.'এর জনস্বাস্থ্য ও ভ্রূণাবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামাজিক লালন-পদ্ধতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—সর্বাধিক জোর দেওয়া হয় রোগ-প্রতিরোধক চিকিৎসার ওপর, অর্থাৎ রোগ নিবারণের ওপর, অবশ্য রোগ নিরাময়কে উপেক্ষা করে নয়।
৩৫৫,০০০ পুরুষ ও নারী, অর্থাৎ সমগ্র শ্রমিক বাহিনীর ৫ শতাংশ কাজ করে স্বাস্থ্য ও সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে ২৬০০০ জন যোগ্যতা-সম্পন্ন ডাক্তার। কাজেই দেখা যায়, ১ কোটি ৭০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি ৬৫৮ জন নাগরিকের জন্য রয়েছে একজন ডাক্তার।
প্রতি ১০০০ লোকের জন্য হাসপাতালে প্রায় ১২টি শয্যা আছে।
পুরুষের আয়ুষ্কাল ৬৯ বছর, নারীর আয়ুষ্কাল ৭৪ বছর। যক্ষ্মায় সবচাইতে কম লোক মারা যায় যেসব রাষ্ট্রে জি. ডি. আর. তাদের অন্যতম।
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ১৯৬৭ সাল থেকে কেউই ডিপথিরিয়ায় মারা যায়নি, আর ১৯৬৩ সাল থেকে পলিওমাইলিটিসে একজনও আক্রান্ত হয়নি—আগে ছিলো এগুলো মড়কের মত। পলিও ভ্যাকসিনেশনের জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে।
জি. ডি. আর.'এর সাফল্যের কথা সারা বিশ্ব জানে এবং তার এমন সব অভিজ্ঞতা রয়েছে সবার কল্যাণের জন্য যা অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিনিময় করার যোগ্য।
জি. ডি. আর. ১০টি আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।
জি. ডি. আর.'এর সমর্থনে ক্রমেই বহু দেশ এগিয়ে আসছে এবং রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় তার সদস্যপদের দাবি জানাচ্ছে।
আপনাদের এই কথাগুলো বললাম ঠিক **৩ মিনিটের মধ্যে।**
এখন আপনারা ভেবে দেখুন।
জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
ভারতস্থ কনস্যুলেট জেনারেল
২ নয়া মার্গ, নয়া দিল্লী
কনস্যুলেট ঃ
বম্বে ঃ ১২২ দিনশা ওয়াচা রোড
কলিকাতা ঃ ৭বি মিডলটন স্ট্রীট
মাদ্রাজ ঃ ১/১ কোদাম্বাক্কাম হাই রোড

POPULAR (P.T.I.P. Ltd.) STRAINER
সর্বত্র সুপ্রশংসিত
পাইওনিয়ার
টিউবওয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃলিঃ
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

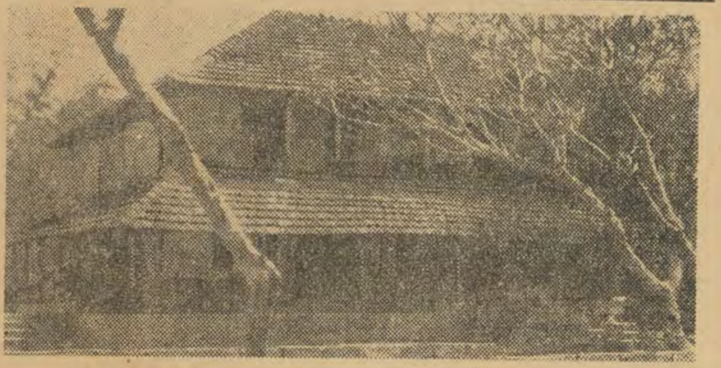

সামতাবেড়ে : শরৎচন্দ্রের ভিটে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে, কিছুদিন বাস করেছিলেন বাজে-শিবপুরের ভাড়াবাড়িতে। তাঁর দিদি অনিলা দেবীর বাড়ি হাওড়া জেলার বাগনান থানার গোবিন্দপুর গ্রামে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়্গপুর লাইনের দেউলটি স্টেশনে নেমে সোজা উত্তরে যেতে হয়। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পড়ে রূপ-নারায়ণ নদের বাঁধ। বাঁধের উপর উঠলেই দেখা যায় সারি সারি পালতোলা নৌকো ভেসে চলেছে; হাওয়া লেগে ঢেউ উঠেছে জলে আর সেই জল আছাড় খেয়ে পড়ছে নদীর পাড়ে। এই পরিবেশ শরৎচন্দ্রের খুব ভালো লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দিদির বাড়ির পাশে সামতা গ্রামে জায়গা কিনে চটপট দোতলা মাটির বাড়ি তৈরি করলেন। ১৯২৬ সালের ফেবরুয়ারি মাসে এই নতুন বাড়িতে উঠে এলেন তিনি। প্রিয় ফুল গোলাপ, যুঁই আর মল্লিকার চারা বসিয়ে দিলেন বাড়ির উঠোনে। ফলের গাছও বসালেন। একটা ময়ূর পুষলেন, তারপর একটা কুকুর, নাম তার বাঘা; তিন তিনটে ছাগল আর একটা কাকাতুয়া। একতলার ছোট একটা কুঠুরিতে বসে শেষ দিকের অনেক উপন্যাস লিখেছেন। আলমারি-বোঝাই বই। বেশ বোঝা যায়—তিনি শুধু লিখতেনই না—যথেষ্ট পড়াশুনো করতেন। একদিন চিকিৎসার জন্যে সেই যে কলকাতা গেলেন আর ফিরে এলেন না। এই প্রিয় পল্লীভবন সম্পর্কে চিঠিতে লিখেছিলেন একবার, 'পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারিনে।'

শরৎচন্দ্রের এই বাসভবনে তাঁর ব্যবহার-করা অনেক জিনিসপত্তর আর বইপুস্তক আছে। তোমরা যে কোন দিন সকালের গাড়ি ধরে গিয়ে, সন্ধ্যের মধ্যে, ঘুরে-দেখে ফিরে আসতে পারো॥

তারাপদ সাঁতরা

কী করে কলকাতা হলো (১২)

বর্গির হাঙ্গামা শেষে হুগলী পর্যন্ত এসে থেমে গেল। কলকাতার দিকে আর থাবা বাড়াল না। কলকাতায় যা বাড়ল তা হল ভিড়। বর্গির ভয়ে দলে দলে লোক ছুটে এল দেশের নানা জায়গা থেকে। হাটখোলা, কুমোরটুলি, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকোয় গড়ে উঠতে লাগল নিত্যনতুন বসত, বন কেটে, খানা-খন্দ বুজিয়ে। বাড়িগুলো অবশ্য বেশির ভাগই মাটির। কেননা, পাকা বাড়ি তুলতে গেলে তখনকার দিনে সাহেবদের হুকুম নিতে হত।

লোক বাড়ছে। বাজার-হাটও বাড়ছে। উত্তরে বাগবাজার, শোভাবাজার, হাটখোলাবাজার, চারলসবাজার, শ্যামবাজার। পুবে ঘাসতলাবাজার, জানবাজার। দক্ষিণে বেগমবাজার। মাঝে নতুনবাজার, ধোবাবাজার, বড়বাজার, কালবাজার। ইংরেজদের কেনাবেচায় সাকরেদি করে দিশি পাড়াতে টাকা-পয়সারও ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ খুব। একটু একটু করে বাবুগিরির ধুমধড়াক্কাও শুরু।

ইংরেজরাও আছে মনের সুখে, তাদের নিজেদের পাড়ায়, ডালহৌসিতে। কাজের কাজ সকালেই শেষ। দুপুরে টানা ঘুম, টানা পাখার নীচে। সন্ধ্যেয় হাওয়া খাওয়া। রাত্তিরে আমোদ-আহ্লাদ। এ ছাড়া রয়েছে পাল্কি চেপে ঘোরা। হাতী চেপে শিকার। দূরে যেতে নদীতে রয়েছে বজরা।

দেখতে দেখতে ১৭৫৬য় মারা গেলেন বুড়ো আলীবর্দী খাঁ। আদরের নাতি অল্পবয়সী সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব। সিংহাসনে বসতে না বসতেই সিরাজের কানে গুপ্তচর এসে খবর দিল, ইংরেজরা কলকাতায় নতুন করে গড় বানাচ্ছে। ইংরেজদের ওপর সিরাজ নানা কারণেই চটা। তিনি তখুনি ইংরেজদের চিঠি লিখলেন, গড়বন্দি বন্ধ রাখ। আর রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাস টাকা-পয়সা নিয়ে তোমাদের কলকাতায় লুকিয়ে আছে। তাকে আমার কাছে ফেরত পাঠাও। ইংরেজরা এর কোনটাই করলে না।

সেকালের কলকাতায় দেওয়ান, হুঁকোবরদার ও পুজারী বামুন

সমুদ্রগুপ্ত

বাজারের সেরা
তারা ★ মার্কা পাট বীজ
(রেজিঃ ট্রেড মার্ক নং ২৪৯৮০০)
ফোনঃ ২৩-০৬০৩, ২৩-০৬০৪
বি, কে, রায় (প্রা) লিঃ
৪, ব্রাবোর্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সহস্র-বুদ্ধের গুহা

১৯০৬ সাল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে মধ্য-এশিয়ার শত শত মাইল ধু ধু প্রান্তর ও মরুভূমি পেরিয়ে সহস্র-বুদ্ধের গুহায় পৌঁছতে অরেলস্টাইন-এর বছর গড়িয়ে গেল। হারিয়ে যাওয়া-পুরনো ইতিহাসকে খুঁজে বের করাই স্টাইন-এর কাজ। চীন-দেশের পশ্চিম সীমান্তে গোবি মরুভূমির এক ধারে তুন-হোয়াং মরুদ্যানের কাছে পাহাড়ের গায়ে কয়েকশো গুহা আছে। ওগুলো ছিল বৌদ্ধগুহামন্দির। গুহা-গুলির ভিতরে নাকি আছে অনেক মূর্তি, দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকা। এক হাজার বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করায় এর নাম হয় চিয়েন-ফো-তোং অর্থাৎ সহস্র বুদ্ধের গুহা। মাত্র কয়েকটি গুহায় দু-একজন ঢুকে দেখেছে। বাকিগুলো ভাল করে দেখাই স্টাইন-এর উদ্দেশ্য।

একটি গোপন খবর পেয়ে স্টাইন সাহেব ভীষণ উত্তেজিত। কোন গুহায় নাকি এক গুপ্তকুঠুরী আবিষ্কার হয়েছে। ভিতরে গাদা গাদা পুরনো পুঁথি। দূর থেকে দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য কালো কালো খোপ খোপ। একদিন এই নির্জন গুহারাজ্য ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার এক জমজমাট আসর। গুহার পর গুহার ঢুকে স্টাইন অবাক হয়ে দেখেন, দেয়াল জুড়ে আঁকা ছবির রঙ এখনও কি উজ্জ্বল। সহস্রবুদ্ধ অজন্তার সমসাময়িক। তাদের চেহারায় চৈনিক ছাপ। অন্যদিকে স্টাইন-এর মাথায় ঘুরছে পুঁথির কথা।

দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমণ ওয়াং দূর গাঁ থেকে এসে সহস্রবুদ্ধে বাসা বাঁধে। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে একটি গুহা মেরামত করায়। ঐ মেরামতের সময়ই গুপ্তকুঠুরী আবিষ্কার হয়। ওয়াং তো প্রথমে স্রেফ না করে দিল। বিদেশী বিধর্মীদের পুঁথি দেখালে শিষ্যরা চটে যাবে। স্টাইন অনেক কষ্টে তার মন ভেজালেন। অন্তত এক-খানা দেখি। পুরোহিত গভীর রাতে লুকিয়ে একটি পুঁথি দিয়ে গেল। চীনা লেখা; তাই সহকারী চিয়াংকে দিলেন পড়তে। পরদিন চিয়াং লাফাতে লাফাতে হাজির। এটা বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা অনুবাদ। অনুবাদক হচ্ছে স্বয়ং হিউয়েন-সাং। অসম্ভব নয়। হিউয়েন-সাং ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধশাস্ত্র আনেন। ফেরার পথে চিয়েন-ফো-তোংয়ে বসে কিছু অনুবাদ করেছিলেন।

খবরটা ওয়াং-এর কানে যেতেই কেল্লা-ফতে। এ নিশ্চয় মহাপুরুষ হিউয়েন-সাং-এর নির্দেশ। অতএব পুঁথির ভাণ্ডার খুলে দিতে আপত্তি নেই। প্রদীপের মৃদু আলোয় কুঠুরীর মধ্যে উঁকি মেরে স্টাইন থ। অসংখ্য পুঁথি। ছাদ অবধি টাল করা। হয়তো তুর্কী আক্রমণের ভয়ে ভিক্ষুরা সব পুঁথি লুকিয়ে রেখে পালিয়ে যায়।

কিছু পুঁথি তো সঙ্গে নিতে হবে। স্টাইন ওয়াংকে অনেক ভজালেন। তার গুহা মেরামত ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দেবেন বললেন। শেষে ওয়াং রাজি হল। তবে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে কেউ যেন না টের পায়।

স্টাইন-এর আবিষ্কারে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। পরে আরও প্রায় পনেরো হাজার পুঁথি গুহা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সহস্রবুদ্ধের সবচেয়ে দামী আবিষ্কার—মধ্যএশিয়ার কয়েকটি হারানো ভাষার পুঁথি। কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ যা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। আর পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ছাপা বই—৮৬০ খৃষ্টাব্দের।

এতবড় আবিষ্কারের মূলে সেই নগণ্য পুরোহিত ওয়াং। কেন সে এসে সহস্র-বুদ্ধে বাসা বাঁধল? কেনই বা হাজার গুহার মধ্যে ঠিক ঐ গুহাটি মেরামত করতে বেছে নিল। কে জানে?

অজেয় রায়

আনন্দমেলা

পরিচালক : মৌমাছি

অটোগ্রাফ খাতা

কেটে নাও

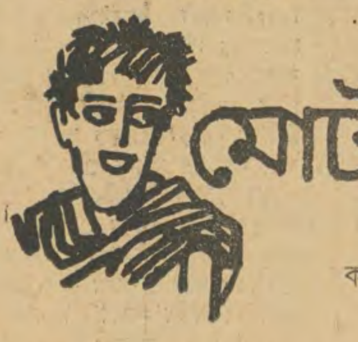

মোটর গাড়ি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগে, জানো, কলকাতার রাত হোতো না।

মানে যত রাত্তিরই হোক রাস্তায় বেরুলে তুমি ট্যাক্সি পেতে। চৌরঙ্গী পাড়ায় গিয়ে রেস্তরাঁয় চিকেন দো-পেঁয়াজি থেকে মাদ্রাজি ধোসা পর্যন্ত পেতে।

এখন কিন্তু কলকাতা সত্যিই ভয়ে জুজু। রাত ন'টার মধ্যে পথ-ঘাট খাঁ-খাঁ। রোজ সকালে কাগজে নিদেনপক্ষে চার-পাঁচটা খুনের খবর। এই তো সেদিন কাগজে দেখলাম চোদ্দটা খুনের খবর। অন্য কোনো ব্যাপারে না হোক, খুনের দিক দিয়ে কলকাতায় নিশ্চয়ই অল-ইণ্ডিয়া রেকর্ড করেছে।

এ-হেন কলকাতায় সে-রাতে বিশেষ কাজে বেরুতে হয়েছিলো। বেজায় ক্লান্ত। ঘড়িতে দশটার কাঁটা পেরিয়ে গেছে। খুব তেষ্টা। হঠাৎ দেখি ছোটো একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছে। গাড়ি থামাতেই বাচ্চা একটা ছেলে দৌড়ে এলো। গঙ্গা-সাগরের কনকনে হাওয়া বইছে। ছেলেটার পরনে হাফ-প্যাণ্ট। কী রঙের বোঝা যায় না। খালি গায়ে ছেঁড়া একটা চাদর। সুতির না গরম—বোঝা যায় না।

ছেঁড়া একটা লাল কাপড় দিয়ে গাড়ির বনেটটা ঘসঘস করে মুছতে-মুছতে সে বললো, 'স্যার—গরম চা?'

বললাম, "চটপট নিয়ে আয়।"

সেই লাল কাপড়টা কাঁধে ফেলে সে ছুটলো। চক্ষের নিমেষে এক গেলাস গরম চা নিয়ে এলো। ফিক করে হাসলো। বললো, "আমারও স্যার, মস্ত একটা মোটর গাড়ি আছে!"

ধমকে বললাম, "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?"

সে বললো, "ইয়ার্কি নয় স্যার। আপনি তো টালিগঞ্জের দিকেই যাচ্ছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

এক মুখ হেসে বললো, "আমার গাড়িটা ওদিকেই আছে।"

ধমকে বললাম, "ইয়ার্কি মারিস না। এই নে দশ পয়সা—"

গাড়ি মোছার লাল কাপড়টা গলায় জড়িয়ে সে বললো, "ইয়ার্কি নয় স্যার। গাড়িটা দেখিয়ে দোবো। আমায় নামিয়ে দেবেন?"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "চটপট ওঠ।"

ছেলেটা খুবই চটপটে। চক্ষের নিমেষে দরজা খুলে আমার পাশে এসে বসলো। টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছাকাছি পোঁছতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো—'ব্যাস্, স্যার, ব্যাস্। ওই দেখুন আমার গাড়ি।"

নামলুম। পথের আলো টিমটিম করছে। দেখলুম। একটা বুড়ো নিম গাছের তলায় কালো মত কী যেন একটা।

কাছে গিয়ে দেখি সত্যি-সত্যি একটা মোটর গাড়ি। কিন্তু টায়ার নেই। সিট নেই। ইঞ্জিন-টিঞ্জিন নেই। দুটো দরজা নেই। শুধু এখনো কোনো মতে রয়েছে ফুটো-ওলা টিনের হুড।

প্যাণ্টের পকেট থেকে এক ঠোঙা মুড়ি বার করে চুকচুক শব্দ করতেই পেছনের সিটের আবর্জনা সরিয়ে একটা কুকুর বেরিয়ে এলো। ঠোঙাটা তাকে দিয়ে সে বললো, "খেয়ে নে।"

তারপর আমার দিকে পিটপিট করে চেয়ে মিটমিট করে হেসে বললো, "আমার কেউ নেই। মা নেই। বাবা নেই। বাড়ি নেই। আছে শুধু এই মোটর গাড়ি। আর আমার এই দরোয়ান—এর নাম খোট্টা। সমস্ত দিন রাস্তা থেকে খুঁটে-খুঁটে খায়। রাতে মুড়ি না আনলে ভারি রাগ করে। ছেঁড়া খবরের কাগজ মুড়ি দিয়ে আমরা ঘুমই। আমার গলায় ও পা জড়িয়ে দেয়। তাই শীত করে না। ভাবুন, স্যার কেমন মজা—"

ভাবতে লাগলুম।

কিন্তু তোমরাই বল : কী ভাববো?

ছড়ায় হেঁয়ালি

১

ছোট্টো কুকুর এক লাফেতে
উল্টে দিলো বাতি
সারা কাজের কাগজ গেল জ্বলে এবং পুড়ে
কুড়ি বছরের শ্রম সাধনায় জেগে দিবস রাতি
তবু তিনি রাগ না করে
কাজ করলেন শুরু
বলো তো সেই নামটি,
যিনি সকল জ্ঞানীর গুরু?

২

এক দুই তিন আস্তে আস্তে
দেরী হল যেতে আসতে
কিসের জন্য বলোনা ভাই
ট্রাম বাসেতে তুলতেছে হাই?

এবারের ছড়া বেঁধেছেন **তুষার রায়।** গতবারের ধাঁধার উত্তর (১) পোস্টকার্ড, (২) রাস্তা।

ভারতে সর্ব্বপ্রথম (আপনার জন্য সুবর্ণ সুযোগ) হাত-ঘড়ির মত ট্রান্সিসটর। WRIST WATCH TYPE TRANSISTOR.

পৃথিবী বিখ্যাত চমৎকার "যাশিকা ডিলুক্স" সর্বশেষ জাপান মডেল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং প্রতিভাপন্ন আবিষ্কার পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি শিল্প বিজ্ঞানের জাদু) PRICE Rs. 98/-

FREE WRIST STARP

অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে আপনার বিশ্বাসের জন্য অবশ্যই ইহা আপনার লওয়া উচিত আপনার এবং সকলের বিস্ময় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত, সর্ব্বাপেক্ষা আলোচিত সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত, ক্ষুদ্রতম, অনুপম, ট্রান্সিসটর। গ্যারান্টিযুক্ত অবিকল ধ্বনির স্পেশ্যাল স্পীকার রিপ্রোডাকশন। বাড়ীতে ২৪ ঘণ্টায়, বাইরে যে কোন সময়, যেখানেই আপনি যান না কেন আপনার প্রিয় ষ্টেশনগুলির সবই ধরবে অতি আধুনিক ডিজাইন, আনব্রেক্যাবল, স্বল্প ওজনের ২ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত যে-কোন স্থানে সহজে প্রাপ্য ক্ষুদ্র ব্যাটারী চালিত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। কেবলমাত্র আমাদের কাছেই পাওয়া যায় সীমিত সরবরাহ সর্ব্বোচ্চ চাহিদা হারাবেন না। FOR FREE LITERATURE

WRITE TODAY YASHICA JAPAN SUPPLIES 188-A HARI NAGAR ASHRAM NEW DELHI-14

গলা বাড়িয়ে বলার মত!
ইনক্রিমিন সিরাপ নতুন বিরাট সাইজে

ইনক্রিমিন টনিক
আপনার বাচ্চাকে দেবে সম্মানে সবল হ'য়ে বেড়ে ওঠার ক্ষিদে

এখন পুরো এক মাসেরও বেশী ইনক্রিমিন সিরাপ আপনি পাবেন মাত্র ১২টাঃ ৯৯ পয়সায়! আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন বিরাট সাইজ—১৭৫ মিঃ লিটারের একটি বোতল আজই কিনুন। এতবড় সুবিধা আপনি আগে আর পাননি।

ইনক্রিমিন এমন এক টনিক—যা ছেলেমেয়েদের ক্ষিদে বাড়ায়—আর বেশী ক'রে খেলেই হবে—ওদের শরীরের বেশী পুষ্টি। আর তা' সম্ভব হয়—ইনক্রিমিনে পরমগুণের এক এ্যামিনো এসিড রয়েছে বলেই, আমাদের খাবারের উপকরণে প্রায়ই যা কম থাকে। এখন বেড়ে ওঠার বছরগুলোয় আপনার বাচ্চাদের ইনক্রিমিন খেতে দিন, আর দেখুন, কেমন সবল আর মজবুত হ'য়ে ওরা বেড়ে ওঠে। ইনক্রিমিন ড্রপস ছোট শিশুদের জন্য। ইনক্রিমিন সিরাপ বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য।

(সব দামই অন্তঃশুল্ক সমেত)

এ ছাড়াও পাবেন ৫৭ মিঃলিঃ মাত্র ৫টাঃ ৪২ পয়সায়

১০ মিঃলিঃ ড্রপস ৩টাঃ ২৭ পয়সায়

Lederle
পাবেন প্রত্যেক কেমিস্টের কাছে। ইনক্রিমিন তৈরী করেছে লেডরলী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য নাম। দি লেডরলী ডিভিসন, স্যায়ানামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২৫২/ডি-২, ডাঃ এ্যানি বেসান্ত রোড, বোম্বাই-২৫।
* আমেরিকান স্যায়ানামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

লিনটাস-INC. 16-95 BG

হাতে খড়ি

সোনা মেয়ে

রাগ করো না, রাগ করো না
সোনা-মুখী মেয়ে
বাজনা দেব গান শেখাতে
কী ভালো এর চেয়ে?
বেলি ফুলের বাহার দেব
সাজতে মনের মত
হাত গয়না গা গয়না
গয়না পর যত।
আম কাঁঠালের বাগান দেব
ছায়ায় ছায়ায় যেতে
জাম ও লিচুর ফলার দেব
সোনার থালায় খেতে।
গোমড়ামুখী সোনামুখী
মুখ করো না ভার
সোনার হাসি খুশির হাসি
ঐ হাসি দরকার।

নবনীতা দে (বয়স ৯)
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলকাতা ২।

পুতুল-ঠাকুমার গল্পের ঝুলি

ঠাকুরমার ঝুলি একদিন ছোট-বড়ো নালচে বাদামি দিলবাহার সব গল্পে ভর্তি থাকতো। ওপক্ষে, দিদিমাও, নাতি-নাতনির জন্যে কাঁথায় ফোঁড় তুলতেন, আমসত্ত্ব বানাতেন আর টকঝালমিষ্টি গল্প মনে মনে জড়ো করে রাখতেন। আম-কাঁঠালের দিনে হুটোপাটি করতে করতে আমাদের অনেকেই গাঁয়ে গরমের ছুটি কাটাতে যেতুম।

তোমাদের অনেকে আজো ঠাকুমা-দিদিমার কোল ঘেঁষে বসো। অনেকেই তাঁদের হারিয়েছ হয়তো। আর, সময় সেই সব সেকালের গল্পের ঝুলিতে ফুটো কেটেছে। তোমাদের দোষ নয়, তোমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আজকাল ঠাকুমা-দিদিমার মনে-মুখে গল্পের ফুলঝুরি আর তেমন করে ফোটেনা।

তাই, এর বদলে তোমরা পেলে পুতুল-ঠাকুমাকে। পশ্চিম জারমানির এক পুতুলবিশারদ সাতপাঁচ ভেবেই একে বানিয়েছেন। এক-একটি পুতুল-ঠাকুমার ঝুলিতে দশটি করে গল্প জড়ো। একটা বোতাম টিপে দিলে, আর অমনি শুরু হলো একটি গল্প বলা। না, শুধুমুদু নয়, কথার সঙ্গে বাজনাও পাচ্ছো। আর, কী নানারকম রং ওই সব পুতুলগুলোর! ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছো তো? দশ দশটি গল্প 'টেপ-রেকরড' করে ওগুলোর ভেতরে বোঝাই। খুবই দরকারি আবিষ্কার কিন্তু! জারমানি থেকে কতো দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ের কাছে পোঁছে যাবে। তোমরাও হয়তো একদিন সেই পুতুল-ঠাকুমার কোল ঘেঁষে বসে হাজার-বুড়ি গল্প শুনবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃএর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

ফেরোডোর ২টি নতুন অতি শক্তিশালী উৎপাদন...
এফ ৩ এইচ্ এবং এইচ্/২১২২ হেভি ডিউটি
ব্রেক্ লাইনিং ও ক্লাচ্ ফেসিং

ব্রেক লাইনিং টেকনোলজিতে পুরোধা, হিন্দুস্থান ফেরোডোর ২টি নতুন উৎপাদন—মোল্ডেড ব্রেক লাইনার ও ক্লাচ ফেসিং। ইউরোপের সর্বত্রই এদের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। অসমতল ও কঠিন রাস্তায়, দেশান্তরের দূরপাল্লার রাস্তায় এবং সহরের জনবহুল ঘিঞ্জি রাস্তায় আয়াসে চলবার জন্য এগুলো বিশেষভাবে তৈরী। উপরন্তু, দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক, টেকসই এবং সর্বতোভাবে পরীক্ষিত। পৃথিবীর যে কোন রাস্তায়, যেখানেই মানুষ ও যানবাহনের চলাচল—সেখানে ফেরোডোই গতি নিয়ন্ত্রক।

নিশ্চিত ও নিরাপদে ব্রেক করবার জন্যে—
FERODO

SIMOES/F/BN/16A